Terre des Hommes Netherlands

Down to Zero
Fighting sexual exploitation of children

IFS
INGRID FEITZ-STICHTING

ঝুঁকিপূর্ণ যোগাযোগ থেকে অন্তর্ভূক্তিমূলক সুরক্ষা

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশু এবং শিশুদের অনলাইন যৌন শোষণ

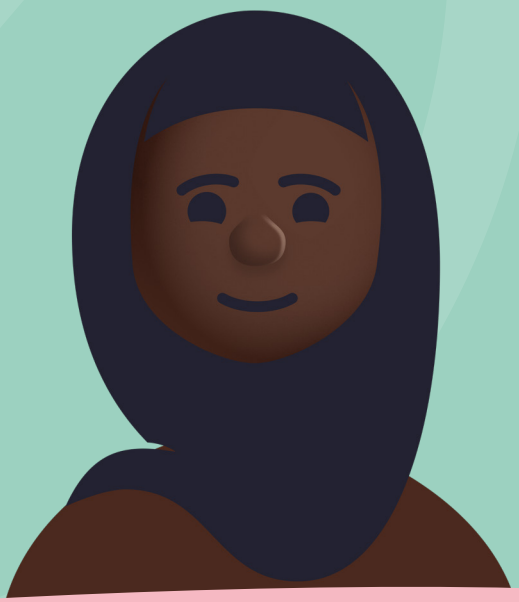

2026

ভয়েস আইডেন্টিটি প্রকল্প

পরিচয়, ভিন্নতা এবং শোষণ: জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রযুক্তির মাধ্যমে যৌন শোষণের শিকার যুবাদের অনুসন্ধান এবং শনাক্তকরণ

প্রাপ্তি স্বীকার এবং কৃতজ্ঞতা

ঝুঁকিপূর্ণ যোগাযোগ থেকে অন্তর্ভূক্তিমূলক সুরক্ষা হলো চার খণ্ডে বিভক্ত একটি সিরিজ, যেখানে শিশুদের অনলাইন যৌন শোষণ সম্পর্কিত ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি এড়িয়ে কিভাবে সুরক্ষিত থাকা যায় সেই কৌশলগুলো এখানে নিরূপিত হয়েছে। এই রিপোর্টগুলো **ভয়েস আইডেন্টিটি** প্রকল্পের গবেষণালব্ধ ফল, যেখানে **ডাউন টু জিরো অ্যালায়েন্স** এবং **শিশুদের যৌন শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদারকরণ** কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করেছে ডাচ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্তির জন্য বাড়তি তহবিলের যোগান দিয়েছেন Ineke Feitz Stichting.

ভয়েস-আইডেন্টিটি হল টেরে ডেস হোমস্ নেদারল্যান্ডস-এর নেতৃত্বাধীন ডাউন টু জিরো অ্যালায়েন্সের একটি প্রকল্প এবং ভয়েস স্টাডির দ্বিতীয় ধাপ (যেখানে অনলাইন সুরক্ষা সম্পর্কে শিশু এবং তাদের পরিচর্যাকারীদের মূল্যবোধ, মতামত এবং অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরা হয়েছে)। এটি ECPAT ইন্টারন্যাশনাল, ইউরোচাইল্ড এবং টেরে ডেস হোমস্ নেদারল্যান্ডস-এর মধ্যকার একটি সহযোগিতামূলক প্রকল্প। বিস্তারিত জানতে, পুরো রিপোর্ট এবং ব্যবহারযোগ্য সংস্করণ পড়ুন।

পুরো রিপোর্ট

ব্যবহারযোগ্য সংস্করণ

আমরা বাংলাদেশের তথ্য সংগ্রহকারী দলকে ধন্যবাদ দিতে চাই, যারা অনেক যত্ন করে অংশগ্রহণকারী শিশুদের সুরক্ষার প্রদানের পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন সক্ষমতাকে তুলে ধরার জন্য অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন। সর্বোপরি, আমাদেরকে সময় দিয়ে, নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরে এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময়ের মাধ্যমে এই গবেষণাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সকল শিশু, পিতামাতা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

গবেষণা দল:

যারা গবেষণার নকশা প্রণয়ন করেছেন:	Eva Notté, Charlotte Tierolf, Fadime Özcan, Nathalie Meurens, and Dr. Kimberley Anderson
যারা উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন:	Dr. Md. Ahsan Habib and Md. Shah Moazzem Hossain
যারা গবেষণা তথ্য তুলে ধরেছেন:	Isabella Lanza Turner, Eva Notté, Mare Metz, Yulidsa Bedoya Zúñiga
যারা গবেষণা তথ্য পর্যালোচনা করেছেন:	Dr. Jean Elphick, Jeanne-Marie Quashie and Dr. Kimberley Anderson
ডিজাইন করেছেন:	Marieke de Ligt

প্রকাশ করেছে:
টেরে দেস হোমস নেদারল্যান্ডস
গ্রোট মার্কেটস্ট্র্যাট ৪৩
২৫১১ বিএইচ দ্য হেগ
নেদারল্যান্ডস
https://int.terredeshommes.nl

প্রস্তাবিত উদ্ধৃতি
টেরে দেস হোমস নেদারল্যান্ডস। (২০২৬)। ঝুঁকিপূর্ণ যোগাযোগ থেকে অন্তর্ভূক্তিমূলক সুরক্ষা: বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশু এবং শিশুদের অনলাইন যৌন শোষণ। দ্য হেগ: টেরে দেস হোমস নেদারল্যান্ডস।

© টেরে দেস হোমস নেদারল্যান্ডস, ২০২৬ । সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

আলোচ্যসূচী

প্রাপ্তি স্বীকার এবং কৃতজ্ঞতা.....1

আলোচ্যসূচী.....2

ভূমিকা.....3

কার্যপদ্ধতিসমূহ.....6

লিটারেচার রিভিউ.....7

শিশুদের সঙ্গে ছোটো ছোটো দলীয় সাক্ষাৎকার.....7

পরিচর্যাকারী এবং সংশ্লিষ্টদের ইন্টারভিউসমূহ.....8

উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ.....8

ফলাফলসমূহ.....9

প্রতিবন্ধী শিশুরা অনলাইনে কে কী করছে.....10

প্রতিবন্ধী শিশুরা অনলাইন জগত এবং তাদের সুরক্ষা সম্পর্কে কেমন অনুভব করে.....12

প্রতিবন্ধী-নির্দিষ্ট ব্যবহার, ঝুঁকি এবং সুবিধাসমূহ.....15

ক্রস-কাটিং থিম.....20

উপসংহার: প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনের ঝুঁকি ও সুরক্ষার স্তরসমূহ.....25

রেফারেন্স লিস্ট.....29

ভূমিকা

ভূমিকা

সারাবিশ্বে যেসব জনগোষ্ঠীকে জনবিচ্ছিন্ন ও লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো **প্রতিবন্ধী শিশু** । বিশ্বব্যাপী, মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৬ শতাংশই হলো প্রতিবন্ধী (WHO, 2022)। প্রতিবন্ধী বলতে বোঝায় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে যাদের দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিভিত্তিক কিংবা সংবেদনশীলগত বৈকল্যতা রয়েছে এবং বৈকল্যতার কারণে সমাজে অন্যদের পাশাপাশি নিজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে যাদের অক্ষমতা প্রকাশ পায় (United Nations, 2006). তবে, সরকারী তথ্যানুসারে, এ সংখ্যা বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার মাত্র ২.৮ শতাংশ (প্রায় ৪০ লাখ ৭০ হাজার) (BBS, 2022)। বৈশ্বিক তথ্যের সঙ্গে এই অসঙ্গতিটুকু দেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি **নজর না দেয়া কিংবা প্রান্তিকীকরণের** ইঙ্গিত দেয়।

বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও **সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস** এই প্রান্তিকীকরণের ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রতিবন্ধিতার জন্য প্রায়শঃ অপবাদ দেয়া, গ্লানি সহ্য করতে হয় কিংবা প্রতিবন্ধিতাকে করুণার চোখে দেখা হয়, কিছু পরিবার এটিকে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত শাস্তি কিংবা কর্মফলও মনে করে (হুসেন ও রায়হান, ২০২২)। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে লোকচক্ষু থেকে আড়াল করে রাখা হয়, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং সামাজিক অংশগ্রহণ থেকে দূরে রাখা হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে, পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ কারণ বাংলাদেশে মাত্র 80% প্রতিবন্ধী শিশু আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ পায় (BBS, 2022)।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের ডিজিটাল জগত প্রতিবন্ধী শিশুদের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ করে দিতে পারে এবং সামাজিক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারে, যেগুলো থেকে তাদেরকে বিরত রাখা হয় (ECPAT International et al., 2024)। *The Life of Ibelin* (2023)তথ্যচিত্রটিতে যেমনটি দেখানো হয়েছে, অনলাইন জগত গুরুতর প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজেকে মেলে ধরার, বন্ধুত্ব গড়ে তোলার এবং বাস্তবে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই শিশুরা অর্থবহ জীবনযাপন করতে পারে।

তবে, ইন্টারনেট গুরুতর ঝুঁকিও তৈরি করে। বাংলাদেশে শিশুদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে। ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী প্রতি তিনজন শিশুর মধ্যে একজন অনলাইনে থাকে (BBS, 2022),),তবে এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুরা বিশেষ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, তাদেরকে অনলাইন ঝুঁকি অনুধাবন, চাতুরিপূর্ণ আচরণ বোঝা এবং নিজের গোপনীয়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বেশ হিমশিম খেতে হয়। ফলে ক্ষতিকর কারো সংস্পর্শে যাওয়ার, কুরুচিপূর্ণ কিছু দেখার এবং শোষণের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় (Álvarez-Guerrero et al., 2024)।

ক্রমাগত উদ্বেগের বিষয় হলো **শিশুদের অনলাইন যৌন শোষণ** (OSEC), এটিকে এভাবে সঙ্গায়িত করা যায় "অনলাইন জগতের সাথে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত থাকা শিশুর ওপর যৌন শোষণের যেকোনো কার্যকলাপই **অনলাইন যৌন শোষণ"** (ECPAT International, 2016, p. 17)। অন্যভাবে বললে বলা যায়, এটি হলো শিশুদের ওপর সংঘটিত সকল শোষণমূলক যৌন কার্যকলাপ যা ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজতর হয়, সূত্রপাত হয় বা দীর্ঘায়িত করা হয়। যৌন শোষণমূলক কার্যকলাপ বলতে বোঝায় মুনাফার লোভ দেখিয়ে, ক্ষমতার প্রয়োগ করে কিংবা সম্মানহানির ভয় দেখিয়ে কোনো শিশুর কাছ থেকে যৌন সুবিধা নেওয়া (Terre des Hommes Netherlands, 2023)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভবিষ্যতে অফলাইনে কিংবা অনলাইনে যৌন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে কোনো ব্যক্তি যখন ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো শিশুর সঙ্গে অনলাইন সম্পর্ক গড়ে তোলে (যাকে প্রলোভন বলে), শিশুদের যৌন শোষণের উপকরণ (CSAM)তৈরি ও বিতরণ, যৌন নির্যাতনের ঘটনা লাইভ দেখানো, অথবা অর্থ কিংবা উপহারের বিনিময়ে কিংবা এই ধরণের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে শিশুদেরকে যৌন কার্যকলাপে বাধ্য করা।

আগের গবেষণাগুলোতে দেখা গেছে, প্রতিবন্ধী শিশুদের যৌন শোষণের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি, প্রায় ২.২ গুণ (Murphy et al., 2006) কিংবা দশ গুণ বেশি (Modell & Mak, 2008) । বাংলাদেশে ২১৬টি প্রতিবন্ধী শিশুর ওপর একটি গবেষণায়ও এই ঝুঁকির বিষয়টি উঠে এসেছে, যেখানে অর্ধেক শিশুরই যৌন নির্যাতনের মতো বাজে পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা রয়েছে (Ferdous et al., 2015)। একই পরিমাণ ঝুঁকি অনলাইনেও রয়েছে। Wells and Mitchell (2013) দেখিয়েছেন, প্রতিবন্ধী নয় এমন সমবয়সীদের তুলনায়, প্রতিবন্ধী শিশুদের অনলাইনে অবাঞ্ছিত যৌন আবেদনের সম্ভাবনা বেশি (১৪% অন্যদিকে ৮%)।

চাক্ষুষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, **প্রতিবন্ধিতা এবং** OSEC **এর মধ্যকার ব্যবধান কমানো সংক্রান্ত গবেষণা নেই বললেই চলে,** বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে পরামর্শ করা হয় না বললেই চলে, ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করার সুযোগের অভাবে প্রমাণের ভিত্তি হিসেবে তা বাদ রয়ে যায়। এই গবেষণার মাধ্যমে এই ব্যবধানটুকু দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে:

1. বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী শিশুরা কিভাবে অনলাইন সুরক্ষা নিশ্চিত করবে এবং OSEC-এর ঝুঁকি মোকাবেলা করবে তা খুঁজে বের করা;
2. ডিজিটাল পরিবেশে সুরক্ষার জন্য তাদের প্রয়োজন চিহ্নিত করা; এবং
3. অনলাইনে সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পরিচর্যাকারী, কমিউনিটি এবং নীতিনির্ধারকদের কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা তুলে ধরা।

(ভয়েস-আইডেন্টিটি প্রকল্প) মানে অনলাইনে শিশুদের যৌন শোষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শিশুদের ঝুঁকি এবং সুরক্ষার পন্থা নিয়ে গবেষণাকৃত ফলাফলের চার খণ্ডে বিভক্ত একটি সিরিজ। প্রতিবন্ধিতার মতো নির্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ওপর আলোকপাত করে, আমাদের লক্ষ্য হলো শিশুদেরকে কোনো গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা নয় কিংবা প্রথাগত বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা নয়, বরং প্রতিবন্ধিতা সত্ত্বেও অনলাইন জগতে নিজেকে মেলে ধরার সক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয়া। আমরা অবগত যে **পরিভাষা** সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এবং শিশুরা সবসময়ই এই গবেষণায় ব্যবহৃত ক্যাটাগরিগুলোর চেয়ে বেশিকিছু। একই সময়ে, জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ আমাদেরকে গুরুতর ঝুঁকি ও সুরক্ষার কৌশলসমূহ অনুধাবনের সুযোগ করে দেয় এবং নিশ্চিত করে যেন শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি যেন তাদের অভ্যাস, সুরক্ষা এবং নীতিতে প্রতিফলিত হয়। সর্বোপরি, এই গবেষণা প্রকল্পটি মূলত সেসব শিশুদের ভিন্ন মতামত ও চাহিদাকে কেন্দ্র করে, যারা সুযোগ পেলে সক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে কিংবা পরিচয়ের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, যাতে তাদের চারপাশের সিস্টেমগুলি আরও অন্তর্ভূক্তিমূলক, সাড়া প্রদানে সক্ষম এবং সুরক্ষামূলক হয়ে ওঠে।

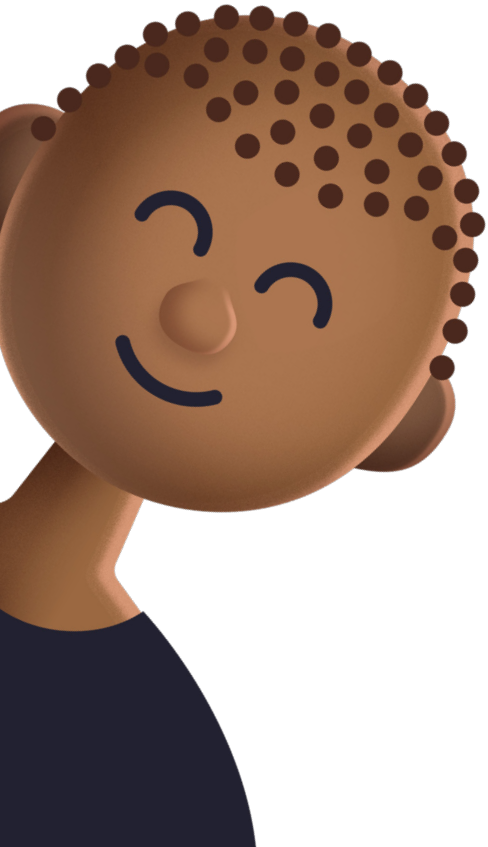

কার্যপদ্ধতিসমূহ

কার্যপদ্ধতিসমূহ

এই গবেষণাটি বৃহত্তর **ভয়েস প্রকল্প** (2024) অনলাইন সুরক্ষা সম্পর্কে শিশু এবং তাদের পরিচর্যাকারীদের মূল্যবোধ, মতামত এবং অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে গঠিত - এবং এর পরবর্তী ধাপ, ভয়েস-আইডেন্টিটি (2025)): পরিচয়, ভিন্নতা এবং শোষণ: জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রযুক্তির মাধ্যমে যৌন শোষণের শিকার যুবাদের অনুসন্ধান এবং শনাক্ত-করণ। সামগ্রিক পদ্ধতিটি টেরে ডেস হোমস্ নেদারল্যান্ডস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং স্থানীয় গবেষণা দলের সহযোগিতায় বাংলাদেশের জন্য মানানসই করে তোলা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এই গবেষণা দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এর পাশাপাশি গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে কাজ করা অভিজ্ঞদের। উদ্দেশ্য হলো গবেষণার নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে প্রাসঙ্গিকতা ও প্রতিবন্ধী-অন্তর্ভুক্তিকরণ দক্ষতা নিশ্চিত করা।

প্রতিবন্ধী শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে, গবেষণাটি একটি **গুণগত ডিজাইন** গ্রহণ করেছে। উপাত্ত সংগ্র-হের ক্ষেত্রে শিশুদের সাথে ছোটো ছোটো দলীয় সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি একটি লিটারেচর রিভিউ যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, তাদের পরিচর্যাকারী ও সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরা এবং অনলাইন সুরক্ষাজনিত ঝুঁকি ও সুরক্ষার বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরার জন্য এসব পদ্ধ-তিসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুদের নিয়ে গবেষণার জন্য নৈতিক মানদণ্ড গবেষণা প্রোটোকল ও টুলস সঙ্গতিপূর্ণ কিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IERREC/Ext-4) তা পর্যালোচনা করে দেখেছে এবং অনুমোদন দিয়েছে।

ধারাবাহিকতায়, ২০২৩ সালে তিনটি ফোকাস গ্রুপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী নয় এমন ৩৪ জন বাংলাদেশী সমবয়সী শিশুর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী শিশুদের ফলাফলের তুলনা করা হয়েছে। একই সময়ে একটি জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত অনুসারে, প্রতিবন্ধী শিশুদের বাবা-মায়ের সাথে প্রতিবন্ধী নয় এমন ২৫৩ জন শিশুর বাবা-মায়ের তুলনা করা হবে। VOICE উপাত্তের এই দ্বিতীয় ধাপের ব্যবহার সমবয়সী শিশুদের সাথে প্রতিবন্ধী শিশুদের তুলনামূলক নির্দিষ্ট দুর্বলতা এবং সামর্থ্যকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে সাহায্য করে এবং তা বক্সগুলোতে ফলাফলের মাধ্যমে দেখানো হবে।

লিটারেচার রিভিউ

লিটারেচার রিভিউতে অনলাইনের ভালো-খারাপের দিকগুলো ও একাডেমিক উৎসের সম্মিলন ঘটানো হয়েছে, যা "প্রতিবন্ধী শিশু" বা নির্দিষ্ট রোগে আক্রান্ত কিংবা বিকলাঙ্গতা থাকায় "অনলাইন যৌন নির্যাতন ও শোষণ"-এর মতো অনুসন্ধানকৃত শব্দের (সার্চ টার্ম) মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়েছে। গুগল স্কলার, গুগল এবং Vrije Universiteit লাইব্রেরির ডাটাবেসে অনুসন্ধানগুলো করা হয়েছে। তারা OSEC, অনলাইন সহিংসতা বা সুরক্ষা, অথবা প্রতিবন্ধিদের ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর যা ফোকাস তা গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে; ২০১৪ সাল থেকে প্রকাশিত হয়েছে; এবং কর্তৃত্ব, নির্ভুলতা, আওতা, বস্তুনিষ্ঠতা, তারিখ এবং তাৎপর্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসযোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেছে (Tyndall, 2010)। উপাত্তসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে একটি স্প্রেডশীটে তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি উৎসের ফোকাস, পদ্ধতি এবং গবেষণার প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট ফলাফলসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শিশুদের সঙ্গে ছোটো ছোটো দলীয় সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশের গবেষণা দলটি ঢাকার প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলগুলোতে যোগাযোগ করে এবং গবেষণা কাজের জন্য শিশুদের ছোট ছোট সাক্ষাৎকারের অনুমতি প্রার্থনা করে। সবার আগে, পদ্ধতিটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য এবং অগ্রগতির কোনো সুযোগ আছে কিনা তা দেখার জন্য একটি পাইলট স্কুলকে বেছে নেওয়া হয়। মোট ২৫টি শিশু অংশ নেয়: তাদের মধ্যে ৪টি শিশু ছিল অটিজমে আক্রান্ত (CwA), ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত ছিলো ৩ জন (CwDS), ৭ জন ছিলো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (CwVI), এবং ১১ জন শ্রবণ প্রতিবন্ধী (CwHI), যাদের গড় বয়স ছিলো ১৫.৪ বছর (বয়সসীমা ছিলো ১৩ থেকে ২০ বছর)। মেয়েদের (n=৬, ২৪%) তুলনায় ছেলেদের (n=১৯, ৭৬%) অংশগ্রহণ ছিল বেশি, যা থেকে প্রতীয়মান হয়, স্কুলে প্রতিবন্ধী ছেলেদের সংখ্যা বেশি। গবেষণা দলটি জানিয়েছে, প্রতিবন্ধী হওয়ায়, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার প্রবণতা কম এবং প্রতিবন্ধী মেয়েদের ক্ষেত্রে, স্কুলে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা একদমই কম।

একই স্কুলে পড়া এবং একই ধরণের প্রতিবন্ধীতা থাকা দুই থেকে চারটি শিশুর ছোট ছোট দল, নিয়মিত বিরতিসহ তিন ঘন্টা পর্যন্ত একটি ছোট গ্রুপ সাক্ষাৎকার সেশনে অংশ নেয়। সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার মধ্যে ছিল ১) ডিজিটাল অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা, ২) কেস স্টোরির মাধ্যমে অনলাইন ঝুঁকি এবং OSEC সম্পর্কে শিক্ষাদান, ৩) একটি ইন-সেশন জরিপ যা স্বাধীনভাবে কিংবা কারো সহায়তায় সম্পন্ন করা সম্ভব এবং ৪) OSEC-এর ঝুঁকিতে থাকা শিশু সম্পর্কে শিশুরা তাদের নিজস্ব গল্প তৈরি করতে পারে এমন ছবির উপর ভিত্তি করে একটি সৃজনশীল কার্যকলাপ। গবেষণা দল প্রতিটি সেশনের জন্য পদ্ধতিটি মানানসই করেছে, প্রয়োজন অনুসারে সমন্বয় করার ব্যাপারেও তাদের উদারতা রয়েছে (সারণী ১ দেখুন)। প্রতিটি সেশন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন একজন প্রশিক্ষিত গবেষক, একজন সেইফগার্ডিং ফোকাল পয়েন্ট ছিলেন যার দায়িত্ব ছিল শিশুদের সুরক্ষা, সম্মতি এবং সুস্থতা পর্যবেক্ষণ করা এবং নোট-টেকার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করা।

সারণী ১. নমুনা সংগ্রহকৃত শিশুদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং পদ্ধতিগত অভিযোজন/ আবাসন

	অংশগ্রহণ কারীদের সংখ্যা	পদ্ধতিগত অভিযোজন
অটিজমে আক্রান্ত শিশু	4	কর্মকাণ্ডের নির্দেশনাবলী সুনির্দিষ্ট ধাপে বিভক্ত
ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশু	3	সীমিত সংখ্যক কর্মকাণ্ড সীমিত সময়ের সেশন
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু	7	মৌখিকভাবে বর্ণিত ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট
শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু	11	শিশুদের পরিচিত দোভাষীর সাহায্যে সহায়তা

পরিচর্যাকারী এবং সংশ্লিষ্টদের ইন্টারভিউসমূহ

একটি বিষয়সূচি (টপিক গাইড) অনুসরণ করে পরিচর্যাকারী ও সংশ্লিষ্টদের আলাদা আলাদা সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। প্রতিবন্ধী শিশুদের অনলাইন আচার-আচরণ, সুবিধা ও চ্যালেঞ্জসমূহ, প্রতিবন্ধী শিশুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি শিশুর জন্য একজন করে পরিচর্যাকারী হিসেবে মোট ২৫ জন পরিচর্যাকারী অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ৮৮% মা এবং ১২% বাবা। ১৫টি সংশ্লিষ্ট পক্ষকেও গবেষণায় যুক্ত করা হয়, যাদের বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের মধ্যে ৭৪% মহিলা এবং ২৬% পুরুষ, এবং ৪৭% সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই প্রতিবন্ধী। তারা শিক্ষাব্যবস্থা, প্রতিবন্ধী সহায়তা সংস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মনোবিজ্ঞানী, প্রতিবন্ধী বিষয়ক পরামর্শদাতা এবং শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ

সকল উত্তরদাতার জন্য, অংশগ্রহণ ঐচ্ছিক ছিল এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তারা যেকোনো সময় কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই সাক্ষাৎকার স্থগিত করতে বা ত্যাগ করতে পারবেন। সম্মতিপত্র লিখিত আকারে সরবরাহ করা হয়, পড়ে শোনানো হয় এবং ব্যাখ্যা করা হয় যাতে প্রতিটি উত্তরদাতা বুঝতে পারেন যে তারা কী কারণে কেন অংশগ্রহণ করছেন।

অংশগ্রহণকারীদের পছন্দের ভাষায় সম্মতি/অবহিত সম্মতি সহ অডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে। গবেষণা দল প্রতিটি সাক্ষাৎকারের জন্য একটি করে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করে, যার মধ্যে অ-মৌখিক ভাষা (যেমন অঙ্গভঙ্গি, শরীরী ভাষা (বডি ল্যাঙ্গুয়েজ), আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া) অন্তর্ভুক্ত ছিল যা শিশুদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিহার্য ছিল, বিশেষ করে যাদের কথা বলায় সমস্যা ছিল তাদের সাথে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করা হয়। রেকর্ডিংগুলি ATLAS.ti ওয়েব সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে ট্রান্সক্রিপ্ট করা হয়, ছদ্মনাম তৈরি করা হয়, ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয় এবং বিষয়গতভাবে বিশ্লেষণ করা হয় (Braun & Clarke, 2006)। গবেষণা প্রশ্ন এবং শিশুদের বিকাশকে একাধিক ইন্টারঅ্যাক্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে আকৃতি দেয়া সম্ভব ব্রোনফেনব্রেনারের এমন সামাজিক-পরিবেশগত মডেল (১৯৭৪) এর মডেলের ভিত্তিতে একটি পূর্ব-নির্ধারিত কোডবুক ব্যবহার করে প্রতিটি ট্রান্সক্রিপ্ট দুজন গবেষকের সাহায্যে কোড করা হয়। পরিশেষে আমরা এই মডেলটিতে ফিরে আসি।

ফলাফলসমূহ

ফলাফলসমূহ

নিচে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি, প্রতিবন্ধী শিশুরা অনলাইনে কে কী করছে এবং অনলাইন সুরক্ষা সম্পর্কে তাদের ধারণা কি, এরপর নমুনাভুক্ত প্রতিটি গ্রুপের জন্যপ্রতিবন্ধীদের-নির্দিষ্ট ঝুকি ও সুরক্ষার বিষয় এবং ক্রস-কাটিং থিম নিয়ে আলোচনা করবো।

এই প্রতিবেদনে, আমরা সকল প্রতিবন্ধী গোষ্ঠীর জন্য পার্সন-ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ (যেমন "..." শিশু) ব্যবহার করেছি। আমরা জানি যে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত পরিভাষা জটিল, সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এবং কখনও কখনও মতপার্থক্যও থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য শিশুদেরকে গণ্ডিবদ্ধ করা নয়, বরং সুস্পষ্ট, সম্মানজনক পরিভাষা ব্যবহার করা যা গবেষণা এবং পরামর্শদানের (অ্যাডভোকেসি) উদ্দেশ্যে পার্থক্যগুলিকে দৃশ্যমান করে তোলা। শিশুরা সবসময়ই এই গবেষণায় ব্যবহৃত ক্যাটাগরিগুলোর চেয়ে বেশিকিছু, এবং আমরা স্বীকার করি যে সময়ের সাথে সাথে এবং প্রেক্ষাপট অনুসারে পছন্দগুলো পরিবর্তিত হতে পারে।

অটিজম: চিকিৎসা এবং ক্লিনিক্যাল প্রেক্ষাপটে প্রায়শই অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (ASD)ব্যবহার করা হয়। "ডিজঅর্ডার" শব্দটি ব্যবহার না করে আমরা চলমান আলোচনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, অটিজমকে নিউরোডাইভারসিটির একটি ফর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পুরো রিপোর্ট জুড়ে "অটিজম শিশু" শব্দটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ডাউন সিনড্রোম: আন্তর্জাতিক নির্দেশনা অনুসারে "ডাউন সিনড্রোম" শব্দটি উল্লেখ করার সুপারিশ করা হয়। শিশু অধিকার ও উন্নয়নমূলক কাজে বহুল ব্যবহৃত পার্সন-ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ (person-first language)-এর সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা "ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশু" শব্দটি ব্যবহার করি।

শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা: আমরা ধারাবাহিকতার জন্য " জন্মগতভাবে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু" ব্যবহার করি। তবে আমরা স্বীকার করি যে বধির সম্প্রদায়ের অনেকেই "শ্রবণ প্রতিবন্ধী" শব্দটিকে বেমানান হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে এবং "বধির শিশু" বা "কম শ্রবণশক্তি সম্পন্ন শিশু"র মতো পার্সন-ফার্স্ট শব্দগুলি পছন্দ করবেন।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা: আমরা "দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু" ব্যবহার করি। একই সাথে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পছন্দের বিষয়টিও স্বীকার করি, যেমন "অন্ধ শিশু" হিসেবে আইডেনটিটি-ফার্স্ট টার্ম কিংবা ফাংশনাল (কার্যকরী) বর্ণনা "জন্মগতভাবে অন্ধ শিশু" কিংবা "জন্মগতভাবে কম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশু"।

এই পছন্দগুলিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার মাধ্যমে স্পষ্টতা এবং সম্মানের ভারসাম্য বজায় রাখাই আমাদের লক্ষ্য, তবে একইসাথে বলতে চাই যে, পরিভাষা নির্ধারিত নয় বরং প্রতিবন্ধিতা এবং শিশু অধিকার নিয়ে কাজ কমিউনিটির মধ্যে বিস্তৃত বিতর্কের অংশ।

প্রতিবন্ধী শিশুরা অনলাইনে কে কী করছে

এই গবেষণাটিতে এমন সব শিশুদের নমুনা নেওয়া হয়েছে যারা অনলাইনে সক্রিয় ছিল এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করছিল। উদ্দেশ্য হলো নিশ্চিত করা যে তারা প্রশ্নগুলির সাথে সম্পর্কিত কিনা, যার অর্থ দাঁড়ায় বাংলাদেশের বৃহত্তর প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য এই ফলাফলগুলি বৃহৎ পরিসরে ব্যবহারোযোগী নয়। আমাদের নমুনায় থাকা গড়ে ১৩.৮ বছর বয়সী শিশুরা সোশ্যাল মিডিয়া বা গেম ব্যবহার করেছে এবং প্রতিদিন গড়ে ৪ ঘন্টা ৭ মিনিট অনলাইনে ব্যয় করেছে। সকল শিশু ইউটিউব (YouTube) ব্যবহার করেছে এবং বেশিরভাগ শিশু (৮৬%) বাংলাদেশে ব্যবহৃত শিশুদের সবচেয়ে জনপ্রিয় অ্যাপ ফেসবুক (Facebook) ব্যবহার করেছে (ECPAT International, Eurochild & Terre des Hommes Netherlands, 2024)। আমাদের নমুনায় থাকা প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রায় অর্ধেক অনলাইন গেম ব্যবহার করেছে (48%)। অন্যান্য অ্যাপগুলি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করেছে, যেমন TikTok (14%), Instagram (14%), শিক্ষামূলক অ্যাপ শিখো (Shikho) (10%), Pinterest (5%) এবং WhatsApp (5%)।

শিশুদের **পরিবার** (90%) অথবা **বন্ধু-বান্ধব** (80%) এবং কিছু **শিক্ষকদের** (30%) সাথে যোগাযোগ করা হয়। শিশুরা যাদের সাথে যোগাযোগ করতো এমন কয়েকজনের সাথে যোগাযোগ করা হয় (১৫%)। তারা বেশিরভাগই তাদের পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা করত (৫৬%) অথবা কেবল বন্ধুদের সাথে কথা বলত (৪৪%), যেমন তাদের সময়সূচী বা পরিকল্পনা শেয়ার করতো (22%) অথবা "শুভেচ্ছা" বিনিময় করতো (22.2%)। শিশুরা বেশিরভাগই অনলাইন জগতের **বিনোদন অংশ** যেমন (ভিডিও, গেম, সঙ্গীত এবং কারুশিল্প) এবং শিক্ষণ অংশ যেমন বর্তমান ট্রেণ্ড ও ইভেন্ট, রেসিপি বা কোনো কিছু শেখার ব্যাপারে আপডেট থাকাকে উপভোগ করত। যদিও শিশুরা সবসময় নির্দিষ্ট করে সবকিছু বলে না, তাদের অপছন্দ বেশিরভাগই নির্দিষ্ট অ্যাপের সাথে সম্পর্কিত, বিশেষ করে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টিকটক। কারণ এই অ্যাপগুলি **সহজে ব্যবহারযোগ্য নয় কিংবা "প্রতিবন্ধী-বান্ধব"**[1] **বা নিরাপদ** নয়। কেবল একটি শিশু "খারাপ ভিডিও"[2] উল্লেখ করে কন্টেন্ট সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে ইঙ্গিত করেছিল।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (CwVI) বা শ্রবণ প্রতিবন্ধী (CwHI) শিশুরা অনলাইনে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল, শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করত (সারণী 2 দেখুন)। বিপরীতে, অটিজমে আক্রান্ত শিশু (CwA) এবং ডাউন সিনড্রোম আক্রান্ত শিশুদের (CwDS) ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রবণতা বেশি ছিল (গড় বয়স প্রায় ~16) এবং কেবল পরিবারের সাথে যোগাযোগ করত। এই অধিক মাত্রার সংকীর্ণ ব্যবহার কখনও কখনও প্রতিরক্ষামূলক মনে হলেও নিরাপদ ডিজিটাল জগত সম্পর্কে জানার সুযোগও সীমিত হয়ে পড়েছিল।

সারণি ২. প্রতিটি প্রতিবন্ধী গ্রুপের অনলাইন আচরণের সম্যক ধারণা

	CwHI	CwVI	CwDS	CwA
তুমি কত বছর বয়সে প্রথম অনলাইন ব্যবহার শুরু করো?	13.5	13	13.6	16
তুমি প্রতিদিন কত ঘন্টা অনলাইনে সময় কাটাও?	5	5	3.7	4.2
তুমি কোন অ্যাপ এবং গেম ব্যবহার করো?				
তুমি অনলাইনে কার সাথে কথা বলো?	বন্ধুবান্ধব, পরিবার, শিক্ষকবৃন্দ	বন্ধুবান্ধব, পরিবার, শিক্ষক, অনলাইনে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ	বন্ধুবান্ধব, পরিবার, শিক্ষক	পরিবার

YouTube · Instagram · Facebook · TikTok · Mobile Games · Whatsapp · Messenger · Shikho

1. ১৪ বছর বয়সী জন্মগত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে
2. ১৫ বছর বয়সী জন্মগত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে

বক্স এ: বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধী নয় এমন শিশুদের মধ্যে তুলনা - অনলাইন আচরণ

শিশুদের উভয় গ্রুপই জানিয়েছে, তারা কিশোর বয়সের শুরু থেকেই অনলাইন জগতের সাথে পরিচিত। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী নয় এমন সমবয়সীরা সাধারণত প্রায় ১৩ বছর বয়সে প্রথমবার অনলাইন ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে বলে জানিয়েছে, অন্যদিকে প্রতিবন্ধী শিশুরা গড়ে ১৩.৮ বছর বয়সে অনলাইন ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তবে CwA (Children with Autism) তুলনামূলকভাবে আরও দেরিতে, অর্থাৎ প্রায় ১৬ বছর বয়সে, অনলাইন ব্যবহার শুরু করেছে। VOICE 1 দেশগুলোতে গড় ৯.৬ বছর বয়সী শিশুদের তুলনায়, বাংলাদেশের শিশুরা অনেক দেরিতে এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রবেশ করছে। প্রতিবন্ধী শিশুরা অনলাইনে বেশি সময় ব্যয় করছে ,তারা গড়ে প্রতিদিন ৪.৭ ঘণ্টা অনলাইনে থাকে, যেখানে প্রতিবন্ধী নয় এমন শিশুরা প্রতিদিন গড়ে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা অনলাইনে থাকে। এই পার্থক্যটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে CwHI (Children with Hearing Impairment) এবং CwVI (Children with Visual Impairment))-এর ক্ষেত্রে, যারা গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৫ ঘণ্টা অনলাইনে কাটায়।

বিভিন্ন গ্রুপে প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের ধরণ একই রকম ছিল, যেখানে ফেসবুক এবং ইউটিউব সবচেয়ে জনপ্রিয়। VOICE ধাপ ১ সমীক্ষায়, প্রতিবন্ধী নয় এমন সকল শিশু ইউটিউব (৯৭%) এবং ফেসবুক (৯২%) ব্যবহার করে, টিকটক (৭৪%), ইনস্টাগ্রাম (৪৯%) এবং হোয়াটসঅ্যাপ (৪১%) এর মতো মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে। বিপরীতে, প্রতিবন্ধী-কেন্দ্রিক গবেষণায়, সমস্ত শিশু YouTube (১০০%) এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে ফেসবুক (৮৬%), তবে খুব কম সংখ্যক শিশু টিকটক (১৪%), ইনস্টাগ্রাম (১৪%) বা হোয়াটসঅ্যাপ (৫%) ব্যবহার করে।

যোগাযোগের ধরণও ভিন্ন ছিল। প্রতিবন্ধী নয় এমন সমবয়সীদের মধ্যে ৮৭% বলেছে যে তারা অনলাইনে বন্ধুদের সাথে, ৭২% পরিবারের সাথে, ৪৩% শিক্ষকদের সাথে এবং ২৮% বলেছেন যে তারা কেবল ইন্টারনেটের মাধ্যমে যাদের চেনেন তাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। বিপরীতে, প্রতিবন্ধী শিশুরা পরিবার (৯০%) এবং বন্ধুদের (৮০%) ওপর নির্ভরতার কথা জানিয়েছে, যেখানে কিছু সংখ্যক শিশু শিক্ষকদের (৩০%) কথা জানিয়েছে। তবুও, ১৫% প্রতিবন্ধী শিশু অনলাইনে অপরিচিতদের সাথে যোগাযোগের কথা জানিয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিশুরা অনলাইন জগত এবং তাদের সুরক্ষা সম্পর্কে কেমন অনুভব করে

বাংলাদেশের শিশু এবং তাদের পরিচর্যাকারীরা ইন্টারনেটকে ঝুঁকিপূর্ণ ছাড়াও আরও বেশি কিছু বলে বর্ণনা করেছেন। এটি **শেখার ক্ষেত্রে কিভাবে সহায়তা করে, সম্পর্ক জোরদার করে, দৈনন্দিন জীবনকে আরও সুবিধাজনক করে তোলে এবং আত্মীয়তার অনুভূতি প্রদান করে** তা নিয়ে তারা কথা বলেছেন। শিশুরা স্কুলের কাজ এবং শখের বশে ইউটিউব বা কোচিং অ্যাপ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন, অন্যদিকে সন্তানরা কিভাবে অনলাইনে কারুশিল্প বা সাংকেতিক ভাষা শিখছে অনেক অভিভাবক তা তুলে ধরেছেন। একজন মা ব্যাখ্যা করেছেন, "সে ফেসবুক বা ইন্টারনেট থেকে হস্তশিল্প শেখে,"[3] অন্য একজন বলেছেন, "সে সাংকেতিক ভাষার ভিডিও এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক সামগ্রী দেখে, যা আমার মনে হয় তার জন্য ভালো।"[4] অনেক পরিবারের কাছে, স্কুলে না যেতে পারার শূন্যস্থান পূরণ করেছে ইন্টারনেট এবং শিশুদের চাহিদা অনুসারে পরিমার্জিত টুলসের যোগান দিয়েছে।

জরিপে, আমরা শিশুদের অনলাইন সুরক্ষা সম্পর্কে এবং শিশুদের অনলাইন যৌন শোষণ (OSEC) সম্পর্কে তাদের অনুভূতিও জানতে চেয়েছিলাম। জরিপে[3] উত্তর দেওয়া তিনজনের মধ্যে দুজন শিশু জানিয়েছে যে তারা **আংশিকভাবে নিরাপদ বোধ করছে (৬৯%)**, একজন জানিয়েছে **আংশিকভাবে অনিরাপদ বোধ করছে (৮%)** এবং **তিনটি শিশু অত্যন্ত অনিরাপদ (২৩%)** বোধ করছে। CwVI-ই একমাত্র উত্তর দিয়েছে যে তারা কেন অনিরাপদ বোধ করছে। দুটি মেয়ে অনলাইনে পোস্ট বা শেয়ারকৃত কোনো বিষয় অপব্যবহার সংক্রান্ত ভয়ের কথা উল্লেখ করেছে, উদাহরণস্বরূপ "কথোপকথনের স্ক্রিনশট নেওয়া, ভুল উপায়ে ছবি বা ভিডিও ব্যবহার করা"[4], অথবা "সবকিছু হ্যাক হতে পারে"[5], কারণ "এটি AI [কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা] এর যুগ।"[6]

3. শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর পিতামাতা
4. রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর পিতামাতা
5. কিছু সেশনে সময় বাঁচাতে এবং বাচ্চারা যাতে পর্যাপ্ত বিরতি পায় তা নিশ্চিত করতে, সকল শিশুর (এবং CwDS-এর কেউই) উত্তর জানা সম্ভব হয়নি।
6. ১৪ বছর বয়সী জন্মগত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে

শিশুরা আলোচনা করেছে অ্যাপ এবং প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে কোনটি নিরাপদ কিংবা নিরাপদ নয়। **যাদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি, সেসব ক্ষেত্রে এসব অ্যাপ ব্যবহৃত হয়।** তারা বিশেষভাবে জানিয়েছে যে তারা ফেসবুকে (৭৭%), ইনস্টাগ্রামে (১৫%) এবং অন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে (৮%) কম নিরাপদ বোধ করে। **ফেসবুক**-কে প্রায়শ অনিরাপদ মনে করা হয়, কারণ এর জনপ্রিয়তা এবং বন্ধু হওয়ার অনুরোধ পাঠানোর মাধ্যমে লোকজন যেভাবে যোগাযোগ করতে চায় তার কারণে। শিশুরা "হ্যাক হওয়ার" বা "ফাঁদে পড়ার" মতো ঝুঁকির কথাও উল্লেখ করেছে, যেগুলো অনেক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিদ্যমান ইন্টারেক্টিভ বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে যুক্ত। ইউটিউব প্রায়শ সবচেয়ে নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রশংসা কুড়ায়। অন্যান্য অ্যাপগুলোর তুলনায়, ইউটিউবকে নিরাপদ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কারণ সেখানে যোগাযোগের সুযোগ নেই।

গ্রুপ সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী শিশুদেরকে দিয়ে একটি এক্সারসাইজ করানো হয় যেখানে OSEC-এর মতো বিভিন্ন অনলাইন ঝুঁকি ব্যাখ্যা করা হয়। ব্যাখ্যার পরপরই জরিপটি পরিচালিত হয়, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে শিশুরা OSEC কী তা বুঝতে পেরেছি কিনা। OSEC **থেকে শিশুরা সুরক্ষিত বোধ করে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরগুলি ভিন্ন ছিল এবং অনলাইনে সাধারণ সুরক্ষাজনিত অনুভূতির চেয়ে উত্তর বেশি নেতিবাচক ছিল** (টেবিল ৩ দেখুন)। সমস্ত শিশুদের মধ্যে, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৩%) বলেছে যে তারা অনিরাপদ বোধ করছে, যেখানে সাধারণ সুরক্ষার প্রশ্নে ৩১% অনিরাপদ বোধ করছে। একই সময়ে, আরও অনেক শিশু বলেছে যে, তারা অনেক নিরাপদ বোধ করছে (২৫%), যেখানে সাধারণ সুরক্ষার প্রশ্নে এই উত্তরটি বেছে নেওয়া হয়নি। লক্ষণীয় বিষয় হল যে, যারা খুব অনিরাপদ অপশনগুলি বেছে নিয়েছিলেন তারা সকলেই মেয়ে এবং খুব নিরাপদ অপশনগুলি যারা বেছে নিয়েছিল তারা সকলেই ছিল ছেলে। অন্তত সুরক্ষাজনিত ধারণার জন্য হলেও মারাত্মক ঝুঁকি বা সুরক্ষাজনিত কারণ হিসেবে জেণ্ডারের দিকে আঙুল তোলা হতে পারে।

সারণি ৩ প্রতিবন্ধী শিশুদের সুরক্ষা ধারণা

	CwHI		CwVI		CwDS	
	সাধারণ সুরক্ষা	ওএসইসি থেকে সুরক্ষা	সাধারণ সুরক্ষা	ওএসইসি থেকে সুরক্ষা	সাধারণ সুরক্ষা	ওএসইসি থেকে সুরক্ষা
পুরোপুরি নিরাপদ	0	4	0	0	0	0
আংশিক নিরাপদ	6	2	1	0	2	0
নিরপেক্ষ	0	0	0	0	0	0
আংশিক অনিরাপদ	1	3	0	2	0	0
পুরোপুরি অনিরাপদ	1	0	2	1	0	2

বক্স বি: বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধী নয় এমন শিশুদের মধ্যে তুলনা - অনলাইন সুরক্ষা ধারণা

বর্তমান গবেষণার ফলাফলের মতোই, **অনলাইনে সুরক্ষা সম্পর্কিত** অনুভূতি প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে ভিন্ন। প্রতিবন্ধী নয় বাংলাদেশের এমন ৪২% সমবয়সী শিশু এই বিষয়ে নিরপেক্ষ, ৩০% অনিরাপদ বা অত্যন্ত অনিরাপদ বোধ করে এবং ২৮% নিরাপদ বা অত্যন্ত নিরাপদ বোধ করে। এছাড়াও, অনেকেই স্বীকার করেছেন, কেউ অনলাইনে বিরক্ত করলে কী করবেন তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কেউ কেউ জানে কীভাবে সহিংসতা ব্লক এবং রিপোর্ট করতে হবে, কিন্তু অন্যরা অসহায় বোধ করেছে। VOICE -এ ১৫টি দেশের সকল প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে (৪৩% নিরপেক্ষ, ১০% অনিরাপদ, ৪৭% নিরাপদ), বাংলাদেশে অনেক কম শিশু নিরাপদ বোধ করে, কিন্তু একই সাথে, কতিপয় শিশু অনিরাপদ বোধ করছে বলে জানিয়েছে, অনেকে **মধ্যপন্থা অবলম্বন** করেছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রতিবন্ধী শিশুরা কখনই নিরপেক্ষ বিকল্প বেছে নেয়নি বরং **তারা নিরাপদ বা অনিরাপদ বোধ করছে কিনা সে সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল**। তুলনামূলকভাবে তারা অনিরাপদ বা খুব অনিরাপদ (৩১%) বোধ করার চেয়ে প্রায়শ নিরাপদ বা খুব নিরাপদ বোধ করছে বলে জানিয়েছে (৬২%), যা প্রতিবন্ধী নয় এমন সমবয়সীদের তুলনায় **বেশি ইতিবাচক** ছিল। বিশেষ করে OSEC সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, সুরক্ষাহীনতার বিষয়টি তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে: ৬৩% জানিয়েছে তারা অনিরাপদ বোধ করছে। উভয় নমুনায় জেণ্ডারগত পার্থক্য তীব্র ছিল, তবে বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে লক্ষণীয়, যেখানে **সমস্ত "অত্যন্ত অনিরাপদ" প্রতিক্রিয়া এসেছে মেয়েদের কাছ থেকে**। প্রতিবন্ধী নয় এমন সমবয়সীদের তুলনায়, প্রতিবন্ধী শিশুরা তাদের অনলাইন সুরক্ষা সম্পর্কে স্পষ্ট অবস্থান প্রকাশ করেছে। নিরপেক্ষ অবস্থান বেছে নেওয়ার পরিবর্তে, তারা আরও বেশি সিদ্ধান্তমূলক ছিল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিরাপদ বোধ করছে বলে রিপোর্ট করেছে, যদিও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনিরাপদ বোধ করছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রতিবন্ধী নয় এমন শিশুরা অনলাইন সুরক্ষা সম্পর্কে আরও অনিশ্চয়তা বা দ্বিধাগ্রস্ত অনুভব করতে পারে, প্রতিবন্ধী শিশুরা ঝুঁকি এবং সুরক্ষাগুলোকে আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে, বিশেষ করে যখন OSEC এর কথা আসে।

প্রতিবন্ধী-নির্দিষ্ট ব্যবহার, ঝুঁকি এবং সুবিধাসমূহ

বক্স সি: জন্মগত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু (CwVI) এবং OSEC

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা বলতে দৃষ্টিশক্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতি হওয়া বোঝায় যা সম্পূর্ণরূপে ঠিক করা যায় না (যেমন চশমার সাহায্যে) এবং যা একজন ব্যক্তির যোগাযোগ এবং অনলাইন ইন্টারঅ্যাকশনসহ দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের ক্ষমতাকে সীমিত করে রাখে (World Health Organization, 2023)।

অফলাইন পরিবেশ বিশেষভাবে বর্জনীয় হতে পারে বিধায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা প্রায়শই পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের তুলনায় **ডিজিটাল সরঞ্জামের উপর বেশি নির্ভর করে,** বিশেষ করে শিক্ষা এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে (Wrzesinska et al., 2016)। যদিও এই ব্যাপক নির্ভরতা সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করে না। ইন্টারনেট মূলত দৃশ্যমানই রয়ে গেছে এবং ডিজাইনগুলো সহজবোধ্য নয়। যেমন প্ল্যাটফর্মগুলো **স্ক্রিন-রিডিং সফ্টওয়্যারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, স্বাধীন নেভিগেশনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলিতেও অ্যাক্সেস সীমিত**। Doolan et al. (2024) জোর দিয়ে বলেন, প্রতিবন্ধীতা সংক্রান্ত গ্রুপগুলো ডিজিটাল সুরক্ষা শিক্ষা থেকে বাদ পড়ার কারণে, অ্যাক্সেসযোগ্য সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের অভাবে এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সংক্রান্ত বিরূপ অভিজ্ঞতার কারণে শিশুরা অনলাইনে বাড়তি ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। CwVI-এর ক্ষেত্রে, এই ভিন্নমুখিতার অর্থ হল অংশগ্রহণ বাড়ানোর সাথে সাথে প্রযুক্তিগত ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

আমাদের গবেষণায় নিশ্চিত করা হয়েছে যে অ্যাক্সেসিবিলিটি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো অনলাইন অভিজ্ঞতাগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। অংশগ্রহণকারীরা হতাশার কথা জানিয়েছেন যে প্ল্যাটফর্ম বা অ্যাপগুলি সহায়ক প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাদের সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার বা চাক্ষুষ সংকেতগুলি বোঝার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। একটি শিশু এই গবেষণার সম্ভাব্য সুবিধাগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছে, *"এটি আমাদের জন্য দুর্দান্ত হবে! আমরা ফেসবুক এবং সবকিছু আরও নিরাপদে এবং সুরক্ষিতভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবো,[7]"* সে আশাবাদ ব্যক্ত করে যে ফলাফলগুলি অনলাইন অ্যাক্সেসিবিলিটি এবং সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

অ্যাক্সেসিবিলিটি চ্যালেঞ্জগুলি নির্দিষ্ট ঝুঁকি তৈরি করেছিল, বিশেষ করে পরিচয় যাচাই করার সময়। যেমন একটি মেয়ে জানিয়েছিল: *"আমরা প্রায়শ ছবি দেখতে পাই না। যখন কোনো পরিচিত নাম দেখি, তখন আমরা অনুরোধটি গ্রহণ করি।[8]"* এছাড়া, অন্য একটি মেয়ে জানায় যে *"যেহেতু আমরা দেখতে পাই না, অনেক লোক আমাদের ছবি দিয়ে অনেক কিছু করতে পারে,[9]"* জানিয়ে বলে তাদের অক্ষমতা OSEC *-এর জন্য ঝুঁকি "অনেকখানি[10]"* বাড়িয়ে তোলে। একটি ছেলে তার অজান্তেই ছবি শেয়ার করার সম্ভাব্য অসম্মতিমূলক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একই রকম উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল: *"যেহেতু আমরা দেখতে পাই না, এটি আমাদের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয়।[11]"* সকল অংশগ্রহণকারীর মধ্যে কেবল দৃষ্টিশক্তিহীন মেয়েরা অনলাইনে যৌন ঝুঁকি শোষণের মুখোমুখি হয়েছে, যেমন *'অশ্লীল[12]', 'অসন্তোষজনক'[13]*, বা *'দ্ব্যর্থপূর্ণ'[14]* মন্তব্য এবং *অপ্রত্যাশিত ছবি'[15]* পাওয়া। এছাড়া *"খারাপ ছবি পাঠানো এবং তা ফেরত পাঠানো, টাকা দাবি করা এবং ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেইল করা"[16], ছবি পাঠানোর পর তারা সেগুলো এডিট করে, এবং মেয়েটিকে ব্ল্যাকমেইল করে"[17], অথবা "আরও খারাপ কিছু"[18]*।

শিশুরা পুরোপুরি অবগত যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হওয়া এবং অনলাইনে যৌন শোষণের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। ছবি দেখার পরিবর্তে নামের উপর নির্ভর করা শিশুদেরকে ছদ্মবেশ (ফেক অ্যাকাউন্ট) এবং অনিচ্ছাকৃত যোগাযোগের ঝুঁকিতে ফেলেছে। সম্পূর্ণভাবে দেখতে না পারার কারণে তারা শনাক্ত করতে পারছিল না যে শেয়ারকৃত ছবি বিকৃত করা হচ্ছে কিনা, ভুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা কিংবা অনুচিতভাবে শেয়ার করা হচ্ছে কিনা। এছাড়া, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের অসুবিধা কেবল তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষমতাকেই সীমিত করেনি, বরং অনলাইন স্থানগুলো থেকে পুরোপুরি উপভোগ বা সুবিধা নেওয়ার সুযোগটাকেও সীমিত করেছে। শিশুদের ক্ষেত্রে, বর্জন এবং ঝুঁকি একে অপরের সাথে জড়িত: যেসব সরঞ্জাম মূলত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলো একসাথে নতুন ধরনের ঝুঁকিও সৃষ্টি করেছে।

7. ১৭ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলে
8. ১৫ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে
9. ১৬ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে
10. ১৫ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে
11. ১৫ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে
12. ১৫ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে
13. ১৫ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে
14. ১৫ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে
15. ১৫ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে
16. ১৫ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে
17. ১৫ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে
18. ১৫ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে

বক্স ডি: শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু (CwHI) এবং OSEC

শ্রবণ প্রতিবন্ধীতা বলতে হালকা শুনতে পারা কিংবা পুরোপুরি শুনতে না পারাকে বোঝায়, যা মৌখিক কথাবার্তা, সামাজিক যোগাযোগ এবং শিক্ষা ও অনলাইন পরিবেশে অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারে (World Health Organization, 2025)।

শ্রবণপ্রতিবন্ধী CwHI শিশুদেরকে সাধারণত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী CwVI শিশুদের সঙ্গে **"ইন্দ্রিয়গত প্রতিবন্ধিতা"** শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে তাদের অনলাইন ব্যবহারে কিছু অভিন্ন ও স্বতন্ত্র প্যাটার্ন বিদ্যমান। বিভিন্ন গবেষণায় প্রস্তাব করা হয়েছে যে, এসব শিশু অনলাইনে থাকার সময় সাধারণ শিশুদের তুলনায় বেশি, কখনও কখনও তা **অতিরিক্ত ব্যবহারের** পর্যায়েও পড়ে যায় (Tuz et al., 2025)। ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে একাকীত্ব কিছুটা কমতে পারে (Barak & Sadovsky, 2008)), তবে এর সঙ্গে বিভিন্ন ঝুঁকিও বিদ্যমান। তুলনামূলক গবেষণায় দেখা গেছে, শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে শ্রবণক্ষম সহপাঠীদের তুলনায় সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বেশি, আত্মসম্মানবোধ কম এবং আন্তঃব্যক্তিক সহায়তার মাত্রাও দুর্বল (Michalczyk, 2021)। এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থাগুলো তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ **সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও আত্মসম্মানবোধের ঘাটতি অনলাইন প্রলোভন (গ্রুমিং) ও শোষণের স্বীকৃত ঝুঁকিপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে বিবেচিত** (Aktu, 2024)।

একই সাথে, অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো বেশ কিছু দুর্দান্ত সুবিধা দিয়ে থাকে। যেহেতু বেশিরভাগ অনলাইন যোগাযোগ টেক্সট-ভিত্তিক, একারণে, CwHI **মৌখিক কথাবার্তার চেয়ে ডিজিটাল পরিবেশকে আরও সহজ বলে মনে করতে পারে** (Toofaninejad et al., 2017)। তবুও অডিও-ভিত্তিক কন্টেন্টগুলোতে সাবটাইটেল বা সাংকেতিক-ভাষা না থাকলে এই সুযোগগুলিও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, যা বিশেষ করে শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্মগুলোতে বেশি দেখা যায় (Tuz et al., 2024)। পূর্ববর্তী গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, CwHI তাদের অক্ষমতা, সাংকেতিক ভাষার রিসোর্স এবং সহায়ক কমিউনিটি সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে (Tuz et al., 2024)।

বাংলাদেশে CwHI-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, তারা অনলাইনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে, প্রতিদিন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। এটি CwVI-এর অনলাইন ব্যবহারের মতোই এবং CwA বা CwDS-এর তুলনায় বেশি। তবে, অনেক অংশগ্রহণকারীকে **জাতীয় সাংকেতিক ভাষা শেখানো হয়নি**। এর পরিবর্তে, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত স্কুলের শিশু এবং শিক্ষকগণ অনানুষ্ঠানিক সাংকেতিক পদ্ধতি বা লিপ-রিডিংয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে, শিশুদের যোগাযোগ দক্ষতায় ভিন্নতা চোখে পড়ে এবং অনেকেই টেক্সট-ভিত্তিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাথে পুরোপুরি যুক্ত হতে হিমশিম খায়।

আমাদের গবেষণায় CwHI-এর জন্য, **ইন্টারনেট অন্যান্য দেশেও একই ধরনের সুবিধা দেয়নি,** যেমন কমিউনিটি অ্যাক্সেস বা উন্নত ডিজিটাল সাক্ষরতা। পরিবর্তে, শিশুদের অংশগ্রহণ সীমিত যোগাযোগ দক্ষতার কারণে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যা শিক্ষার কাঠামোগত দুর্বলতাকে তুলে ধরে।

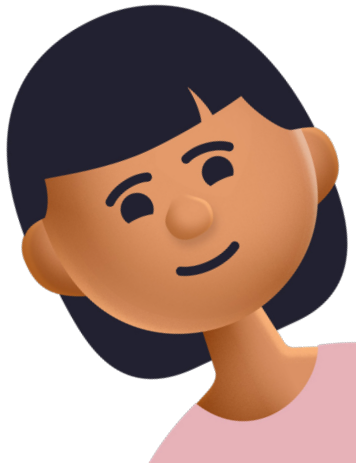

বক্স ই: অটিজম আক্রান্ত শিশু (CwA) এবং OSEC

অটিজম হল একটি স্নায়ুবিক বিকাশজনিত অবস্থা যার বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অসুবিধা বোধ করা, আগ্রহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পাওয়া এবং পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করা (Lord et al., 2018)। CwA দের ক্ষেত্রে শেখা, বোঝা, পরিবারের বাইরের লোকেদের সাথে যোগাযোগ, পরিবর্তন মেনে নেয়া এবং বন্ধুত্ব তৈরিতে অসুবিধা হতে পারে। অটিজম হলো একটি বর্ণালী (স্পেকটার্ম); তাই, একই রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শিশুরা বিভিন্ন স্তরে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে।

অটিজমে আক্রান্ত হওয়ার কারণে, শিশুরা অনলাইনে কীভাবে যোগাযোগ করে এবং তারা কীভাবে ঝুঁকির বিষয়টি বুঝতে পারে, সাড়া দেয় এবং সামাল দেয় তার উপর প্রভাব ফেলে। গবেষণায় দেখা গেছে, CwA **সক্রিয় অনলাইন ব্যবহারকারী এবং নিউরোটাইপিকাল সমবয়সীদের তুলনায় উচ্চতর অনলাইন সুরক্ষা ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে** (Macmillan et al., 2020)। তারা সাইবার বুলিং এবং হয়রানির ঝুঁকিতে বেশি থাকে এবং বিশেষ করে অটিজমে আক্রান্ত মেয়েরা যৌন হয়রানি এবং শোষণের মুখোমুখি হয় বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে (Macmillan et al., 2022).

CwA প্রায়শ **সমবয়সীদের সাথে অনলাইন যোগাযোগে কম যুক্ত থাকে,** যা অপরিচিত অপরাধীদের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা কমাতে পারে (Macmillan et al., 2020)। আমাদের নমুনায়ও এটি পাওয়া গেছে, কারণ CwA সীমিত অনলাইন যোগাযোগের রিপোর্ট করেছে, যা প্রায়শ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিশু এবং পরিচর্যাকারীরা এটিকে একটি সুরক্ষাজনিত কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। যাইহোক, OSEC সম্পর্কিত লিটারেচারে আরও জোর দেওয়া হয়েছে, বেশিরভাগ অপরাধীই শিশুর পরিচিত, তারা প্রায়শ পরিবারের মধ্য থেকেই হয়, যার অর্থ **বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ কমালেও ঝুঁকি যে কমে যায় ব্যাপারটি তা নয়** (Culina, 2024)। তাছাড়া, লিটারেচার বলছে, শিশুরা প্রায়শই সমবয়সীদের কাছে শোষণর কথা প্রকাশ করে; তাই, সমবয়সীদের সাথে যোগাযোগ কম হওয়া এক অর্থে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

আমাদের গবেষণা ফলাফল আগের গবেষণাগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলাফলগুলো বলছে অটিজমে আক্রান্ত শিশুর (CwA) অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে অপরিচিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে ঝুঁকির মুখে পড়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। তবে, এটি একই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নেটওয়ার্কের মধ্যে অনিরাপদ আচরণ চিহ্নিত ও তার প্রতি যথাযথভাবে সামাল দেওয়ার দক্ষতা গড়ে তোলার গুরুত্বও তুলে ধরে। অসাধারণ ভিজ্যুয়াল **অনুসন্ধান ক্ষমতা কিছু শিশুকে ঝুঁকি শনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু আকস্মিক আবেগ নিয়ন্ত্রণজনিত অসুবিধা ও সামাজিকতা বোঝার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তাদেরকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে** (Culina, 2024)। সাম্প্রতিক গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর সরঞ্জাম, যেমন কথোপকথনমূলক এজেন্ট লিখিত সামাজিক সংকেতসমূহ কম শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে আরো মানানসই করে অটিজমসম্পন্ন শিশুদের সহায়তা করতে পারে (Wankhede et al., 2024).

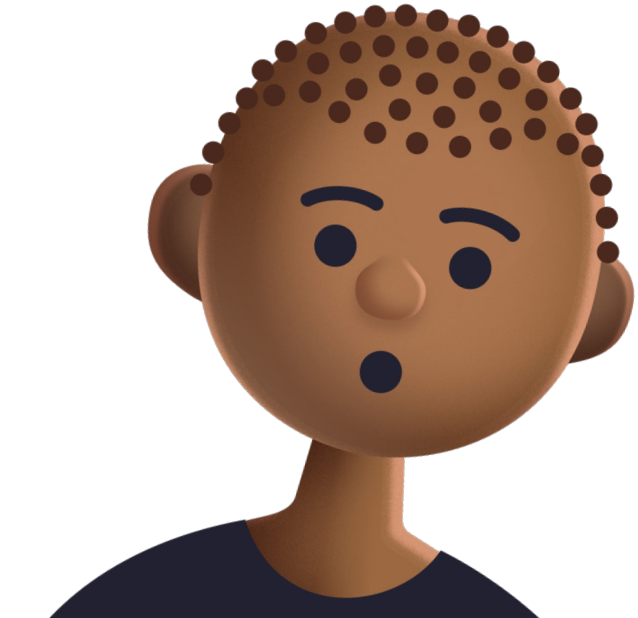

বক্স এফ: ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশু (CwDS) এবং OSEC

ডাউন সিনড্রোম (ডিএস) হল একটি জেনেটিক নিউরোডেভেলপমেন্টাল অবস্থা যা বুদ্ধিভিত্তিক অক্ষমতার পাশাপাশি শারীরিক ও জ্ঞানগত প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে (Tudella et al., 2022)। এই বিকাশগত পার্থক্যগুলি শিশুদের শেখার, যোগাযোগ করার এবং সামাজিক যোগাযোগের আকৃতি দান করে এবং ফলাফল হিসেবে তারা কীভাবে ডিজিটাল পরিবেশ অ্যাক্সেস ও নেভিগেট করে তা প্রভাবিত করে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশু (CwDS) অল্প বয়স থেকেই সক্রিয়ভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। তবে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা তাদের অনলাইন অংশগ্রহণকে জটিল করে তোলে। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, **তারা প্রায়ই নেভিগেশনে অসুবিধা অনুভব করে, ভুলের প্রতি সহনশীলতা কম থাকে এবং পড়া ও লেখার দক্ষতায় তাদের সীমাবদ্ধতা দেখা যায়** (Feng et al., 2010)। এসব প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারকে সীমিত করে এবং অন্যদের সহায়তার উপর নির্ভরশীলতা বাড়ায়, ফলে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ না হলে ঝুঁকির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। একই সময়ে, ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্তরা সাধারণত **মিশুক প্রকৃতির ও অন্যদেরকে অতি সহজে বিশ্বাস করে থাকে** (Tudella et al., 2022).

যদিও এসব বৈশিষ্ট্য ইতিবাচক সামাজিক যোগাযোগকে উৎসাহিত করে, তবুও এগুলো অনলাইনে **প্রভাবিত হওয়া বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে (যেমন যৌন প্রলোভন বা** sexual grooming) **ঝুঁকি বাড়াতে পারে** (Feng et al., 2010)। **বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধী কিশোরদের ওপর করা গবেষণাগুলোতেও অনুরূপ ধারা দেখা গেছে: ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ালেও, কগনিটিভ ও সামাজিক দুর্বলতা অনলাইন ক্ষতি ও শোষণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে** (Buijs et al., 2017; Chadwick, 2019)। একজন ডাউন সিনড্রোম বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন যে, বাস্তবে ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত অনেক শিশুর CwDS যেকোনো ধরনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে **সংগঠিত ও পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ** প্রয়োজন। এমনকি তারা নিয়মগুলি বুঝলেও, আকস্মিক প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধতা কিংবা ফলাফল পূর্বানুমানের অক্ষমতা সামাজিক চাপের কারণে নিয়ম অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা কঠিন করে তোলে। একজন বিশেষজ্ঞের ভাষায়: *"তারা সহজেই প্রলোভিত বা প্রভাবিত হয়ে অনুপযুক্ত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে। যেহেতু তারা অন্যদের অনুকরণ ও অনুসরণ করার প্রবণতা রাখে, তাই কেউ প্ররোচিত করলে অজান্তেই ব্যক্তিগত তথ্য বা ছবি শেয়ার করতে পারে। এই অনুকরণপ্রবণতাই তাদেরকে শোষণের ঝুঁকিতে ফেলে।*[19]*"*

২০২৫ সালে ইনস্টাগ্রাম এবং টিকটকের অতি জনপ্রিয়তা এই ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, যেখানে এআই টুলগুলি মুখের অবয়ব ঠিক রেখে যৌনতাপূর্ণ ছবি তৈরি করে। এই কারসাজি করা ছবিগুলি OnlyFans-এর মতো প্রাপ্তবয়স্কদের প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত ছিল। প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিগণ এই ট্রেন্ডকে একধরনের ফেটিশাইজেশন এবং লাভের জন্য প্রতিবন্ধীতা শোষণ হিসেবে এর নিন্দা করেছেন। পাশাপাশি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, এটি ডিএস আক্রান্ত ব্যক্তিদের **যৌন শোষণ ও নির্যাতনের ঝুঁকিতে ফেলে** (New York Post, 2025)।

19. বাংলাদেশী ডাউন সিনড্রোম সোসাইটির বিশেষজ্ঞ

আমাদের গবেষণায়, CwDS -দের ভিন্নধর্মী অনলাইন আচরণ লক্ষ্য করেছি। একটি পুনরাবৃত্তিমূলক বৈশিষ্ট্য ছিল কোনো **বিবেচনা ছাড়াই ক্লিক করা** করা। শিশুরা প্রায়শ অনুসন্ধানমূলক, ট্রায়াল-এন্ড-এরর পদ্ধতিতে ডিজিটাল কন্টেন্টের সাথে জড়িত ছিল, কোনো বিবেচনা ছাড়াই তারা লিঙ্কগুলিতে ক্লিক করতো কিংবা প্রম্পট গ্রহণ করত। যদিও এই আচরণ তাদেরকে নতুন কিছু খুঁজে বের করা এবং বিনোদনকে সহজতর করেছিল, তবুও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এই অনুসন্ধানমূলক স্টাইলটি শিশুদেরকে অনলাইন যোগাযোগের ক্ষেত্রেও প্রভাবিত করেছিল। কিছু অংশগ্রহণকারী বর্ণনা করেছেন যে বৈধতা মূল্যায়ন করার জন্য বিরতি না দিয়ে বন্ধুত্বের অনুরোধ গ্রহণ করা বা পপ-আপ বার্তাগুলিতে ক্লিক করা। তাদের বিশ্বাসযোগ্য মনোভাবের সাথে মিলিত হয়ে, এটি তাদের বিশেষভাবে ছদ্মবেশ বা অযাচিত যোগাযোগের মতো ঝুঁকির মুখোমুখি করে। CwVI-এর বিপরীতে, যারা প্রায়শই পরিচয় যাচাই করার জন্য ক্ষতিপূরণমূলক কৌশল তৈরি করত, আমাদের নমুনায় CwDS-এর **প্রতিরক্ষামূলক চেকিং আচরণে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল।**

এই গবেষণার ফলাফলগুলো একটি বৈপরীত্য তুলে ধরেছে। ডিএস-এর সাথে সম্পর্কিত সামাজিকতা কখনও কখনও অনলাইন অংশগ্রহণকে আকর্ষণীয় এবং ফলপ্রসূ করে তোলে, কারণ শিশুরা যোগাযোগ এবং কথা বলতে চায়। তবুও একই উন্মুক্ততা তাদের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে, বিশেষ করে এমন প্রেক্ষাপটে যেখানে সাক্ষরতার অভাব বা প্ল্যাটফর্মের ডিজাইন তাদেরকে নিরাপদ এবং অনিরাপদ যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা সীমিত করে। এটি Feng et al. (2010) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যারা যুক্তি দেন যে **ডিজিটাল জগত সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান এবং বিশ্বাস করার প্রবণতা গ্রুপগুলোর ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।**

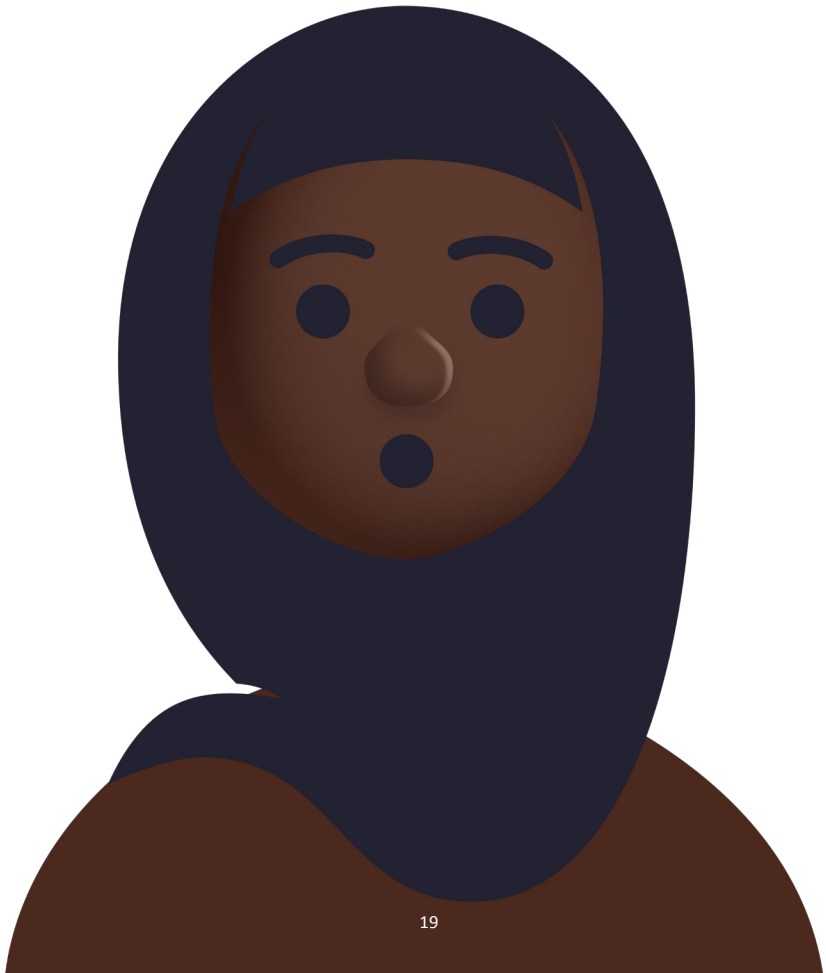

ক্রস-কাটিং থিম

ঝুঁকি বৃদ্ধিকারক হিসেবে অক্ষমতা এবং জেণ্ডার

শিশুদের লেভেলে, প্রতিবন্ধীতার ধরণ এবং জেণ্ডার সম্পর্কিত ব্যক্তিগত সক্ষমতা OSEC এর আশেপাশে ঝুঁকি এবং সুরক্ষা কীভাবে সম্মুখীন হয় তা নির্ধারণ করে। **প্রতিবন্ধী শিশুরা কোনো সমজাতীয় গোষ্ঠী নয়;** জ্ঞান, যোগাযোগ এবং মানসিক নিয়ন্ত্রণের পার্থক্যগুলো স্বতন্ত্র দুর্বলতা তৈরি করে, যেমনটি উপরের অংশগুলিতে দেখানো হয়েছে। **প্রলোভন সনাক্তকরণ, বিশ্বাসযোগ্যতা বিচার কিংবা অবহিত সম্মতির ক্ষেত্রে পরিচর্যাকারীরা প্রায়শ প্রতিবন্ধীতাকে দোষারোপ করে থাকে।** একজন অভিভাবক ব্যাখ্যা করেছিলেন, "F-এর বয়সের একটি সুস্থ শিশুর যৌন বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকে, কিন্তু *"F-এর আসলে সেই বোধগম্যতা থাকে না।"*[20] প্রতিবন্ধীতা থাকাকে প্রায়শই তাদের অনলাইন সুরক্ষার **ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে তোলে** বলে বর্ণনা করা হয়। শিশুদের কেবল নিরাপদে ইন্টারনেট নেভিগেট করতে শিখতে হয়নি, বরং তাদের অক্ষমতার কারণে সৃষ্ট বাধাগুলি কিভাবে মোকাবেলা করতে হয় তাও শিখতে হয়েছে। এই দ্বৈত চ্যালেঞ্জের অর্থ দাঁড়ায় ডিজিটাল সুরক্ষা মানে হলো শিশুরা *কীভাবে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এবং তাদের প্রতিবন্ধীতা ঝুঁকি ও সুরক্ষার পথকে কিভাবে প্রভাবিত করে।*

জেণ্ডার ঝুঁকি সম্পর্কিত ধারণাকে আরও প্রভাবিত করে। কিছু প্রতিবন্ধী ছেলে বিশ্বাস করত যে OSEC মূলত মেয়েদের সমস্যা, ছেলেদের এত বেশি সুরক্ষিত থাকার প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছেলে বলেছিল: *"আমারও মা এবং বোন আছে। যদি আমার পরিবারে এটি ঘটে তবে কী হবে?"*[21], স্পষ্টভাবে বলেছিল যে পরিবারে কেবল নারীরা ঝুঁকির মধ্যে থাকবেন। এই ধারণা এমন এক অন্ধ জায়গা তৈরি করেছে যা অপরাধীরা কাজে লাগাতে পারে। বিপরীতে, মেয়েরা ছবি এবং স্ক্রিনশটের অপব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যা আমাদের সংক্ষিপ্ত জরিপে (বক্স B দেখুন) উঠে এসেছে। এই পার্থক্যগুলি প্রমাণ করে যে মেয়েরা অনলাইনে যৌন হয়রানি এবং দুর্নামের ঝুঁকিতে থাকে (We Protect, 2021), পাশাপাশি এটিও তুলে ধরে যে ছেলেদের ঝুঁকিতে না থাকার মানসিকতাই তাদেরকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেয়।

বক্স জি: বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধী নয় এমন শিশুদের মধ্যে তুলনা - OSEC এর ঝুঁকি

প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধী নয় এমন উভয় শিশুই একই ঝুঁকির কথা বলেছে: যেমন অপরিচিতদের সাথে যোগাযোগ, ছবির অপব্যবহার, কুরুচিপূর্ণ কনটেন্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার উদ্ভূত বিপত্তিসমূহ (প্রধানত ফেসবুক, বাংলাদেশে সর্বাধিক ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্ম)। তবে, ক্ষতির অন্তর্নিহিত কৌশলগুলো ভিন্ন। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী শিশুরা **সমবয়সীদের চাপ, পিতামাতার সাথে আলাপচারিতার অভাব এবং অপরিচিতদের সাথে অতিরিক্ত আলাপচারিতা মূল ঝুঁকি হিসাবে চিহ্নিত করেছে।** অনেকে বলেছেন, শাস্তির ভয়ে বা তাদের সমস্যাগুলি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না বিধায় **অভিভাবকদের সাথে অনলাইন সমস্যা নিয়ে কথা বলা কঠিন।** অভিভাবকগণ নিজেরাই পর্যবেক্ষণ ঘাটতির বিষয়টি স্বীকার করেছেন। প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে, **ব্যবহারজনিত প্রতিবন্ধকতা এবং বুদ্ধিভিত্তিক (কগনিটিভ) ভিন্নতার** কারণে ঝুঁকি তৈরি হয়। CwVI কেবল নাম দেখেই অনুরোধে সাড়া দেওয়ার কথা তুলে ধরেছে, CwHI সাংকেতিক ভাষা বা ক্লোজড ক্যাপশন ছাড়া হিমশিম খেয়েছে, CwDS কোনো বাছ-বিচার না করেই ক্লিক করেছে, এবং CwA প্রায় পুরোটা সময় পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করেছে, যা শোষণের মতো ঝুঁকির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

20. অটিজম আক্রান্ত শিশুর পিতামাতা

21. ১৯ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলে

প্রযুক্তি, সহজ ব্যবহার এবং অনলাইন ঝুঁকি

প্রতিবন্ধী শিশুরা কীভাবে অনলাইন ঝুঁকি এবং সুরক্ষা অনুভব করছে তা প্রযুক্তিগত পরিবেশেরই সৃষ্টি। বেশিরভাগ প্ল্যাটফর্ম এবং অ্যাপ তাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে **ডিজাইন করা হয়নি এবং ব্যবহার সহজ না হওয়ায় প্রায়শ নতুন নতুন ঝুঁকি সৃষ্টি করে।** আমাদের গবেষণায় শিশুরা স্ক্রীন রিডারের সাথে অসঙ্গতি, ক্যাপশনের অনুপস্থিতি, বা জটিল গঠনপ্রণালীর মতো প্রতিবন্ধকতাগুলো তুলে ধরেছে যা ধীর প্রক্রিয়াকরণ বা সীমিত পরিসরে আবেগ নিয়ন্ত্রণকে ধারণ করতে পারেনি। কেউ কেউ প্রতিবন্ধীদের মতো আচরণের কথাও জানিয়েছেন, যেমন: যেকোনো কন্টেন্টে ক্লিক করা, যা তাদের ক্ষতিকারক লিঙ্ক বা অযাচিত যোগাযোগের ঝুঁকি তৈরি করে।

এই ধরণগুলো Chadwick (2017, 2019)-এর পর্যবেক্ষণকে প্রতিফলিত করে, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে **দুর্বল ডিজিটাল নকশা কেবল প্রতিবন্ধী শিশুদের বাদই দেয় না, বরং শিশুদের আরও ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতির দিকে ঠেলে দিতে পারে।** আমাদের গবেষণা ফলাফলও তা সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুরা (CwVI) অনেক সময় শুধু নাম দেখে বন্ধুত্বের অনুরোধ গ্রহণ করেছে, কারণ তারা অন্য প্রোফাইল তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারেনি; শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিশুরা (CwHI) সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ বা ক্যাপশন ছাড়া নিরাপদভাবে অংশগ্রহণ করতে হিমশিম খেয়েছে; আর প্রতিবন্ধী শিশুরা (CwDS) অনেক সময় ভেবে না দেখে এলোমেলোভাবে ক্লিক করেছে, যা তাদেরকে শোষণের ঝুঁকিতে ফেলেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, প্ল্যাটফর্মগুলোর কাঠামো যেভাবে সাজানো ছিল, তা সুরক্ষা দেওয়ার বদলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের দুর্বলতা তৈরি করেছে।

জ্ঞান ও প্রয়োগের মধ্যকার ব্যবধানকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে প্রযুক্তি। অনেক সময় শিশুরা মৌলিক সুরক্ষার নিয়ম শিখলেও, **ডিজিটাল পরিবেশগুলো এমন এক ধরনের সাক্ষরতা, যুক্তি-বুদ্ধি বা আত্মনিয়ন্ত্রণের স্তর ধরে এগোয়, যা সব শিশুর জন্য মানানসই হয় না।** পপ-আপ বা গেমিফায়েড অনুরোধের মতো আকর্ষণীয় ডিজাইন ফিচারগুলো রিয়েল টাইমে সুরক্ষামূলক কৌশল প্রয়োগের সক্ষমতাকে আরও দুর্বল করে দেয়। সমান সুযোগ তৈরির বদলে, বেশিরভাগ প্ল্যাটফর্ম বরং বৈষম্যকেই জোরদার করেছে, ফলে শিশুরা নিজ থেকে শেখা সুরক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে আরো অক্ষম হয়ে পড়ছে।

এই অর্থে, **প্রযুক্তি কোনো নিরপেক্ষ প্রেক্ষাপট ছিল না, তবে কাঠামোগত ঝুঁকির ক্ষেত্রে একটি সক্রিয় শক্তি ছিল।** অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজাইনের অনুপস্থিতির অর্থ হল, শিশুদের অংশগ্রহণ প্রায়শ ঝুঁকিপূর্ণ পন্থার ওপর নির্ভর করে, অন্যদিকে সহজ এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য প্ল্যাটফর্মগুলি আরও বেশি আত্মবিশ্বাস এবং নিরাপদ অনুশীলনের সাথে যুক্ত। তাই প্রযুক্তিগত পরিবেশের ডিজাইন শিশুদের অনলাইন দুর্বলতা এবং সুরক্ষার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পারিবারিক ভূমিকা, ডিজিটাল ব্যবধান এবং সুরক্ষাজনিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ

শিশুদের জীবনের মাইক্রোসিস্টেমে থাকা পরিবার, সহপাঠী ও শিক্ষক—উভয়ভাবেই সুরক্ষা এবং ঝুঁকির দিক হিসেবে কাজ করে। পিতামাতা শিশুদের প্রধান সমর্থনকারী, এবং **খোলাখুলি আলাপচারিতা একটি শক্তিশালী সুরক্ষিত আবরণ তৈরি করে।** একজন মা জানান: *"আমার বড় ছেলে অটিজমে আক্রান্ত। তার সমস্ত প্রয়োজন ও সমস্যার কথা আমাদের সাথে শেয়ার করে...যেহেতু তার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই, তাই সে তার চিন্তাভাবনা ও উদ্বেগ আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পছন্দ করে।"*[22] সহপাঠীদের কারো সাথে যোগাযোগ না থাকায় এই ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্কগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একই বিষয় অন্যান্য গবেষণায়ও উঠে এসেছে, বাবা-মায়ের সাথে শিশুর দারুণ সম্পর্ক থাকলে প্রতিবন্ধী শিশুদের সহপাঠীদের ঘাটতি অনেকখানি পূরণ হয় (Franklin et al., 2019)।

একই সময়ে, শিশুর বাবা-মা বলেছেন, শিশুদের প্রায়শ তাদের পরিচর্যাকারীদের তুলনায় বেশি ডিজিটাল দক্ষতা থাকে। একজন বাবা-মা স্বীকার করেছেন, *"আমার সন্তান আমার চেয়ে বেশি জানে। সে আমাকে সাহায্য করে।"*[23] এই আন্তঃপ্রজন্মগত বিভাজন অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়েছে (Seale, 2014; Seale & Chadwick, 2017),কিন্তু বাংলাদেশে ডিজিটাল সাক্ষরতায় পিছিয়ে থাকা আরও ঝুঁকি তৈরি করছে। CwDS এবং CwA-এর জন্য, অনলাইন পরিবেশের যুগপৎ-ব্যবহার এবং নির্দেশিত অনুশীলন ঝুঁকি কিছুটা হ্রাস করতে পারে। তবুও, অনেক অভিভাবকের এই ধরণের সহায়তা প্রদানের কৌশল বা আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। অনলাইনে প্রতিবন্ধী শিশুদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে তাদেরকে কদাচিৎ নির্দেশনা দেওয়া হয় (Franklin & Smeaton, 2017; Jenaro et al., 2018).

22. অটিজম আক্রান্ত শিশুর পিতামাতা

23. শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর পিতামাতা

গঠনগত চাপ পরিচর্যাকারীদের সুরক্ষামূলক ভূমিকা আরও দুর্বল করে দিয়েছে। এক কর্মজীবী মা তার সন্তানের অনলাইন ব্যবহার নজরদারির চ্যালেঞ্জ বর্ণনা করে বলেন, *"[আমি বুঝি না] আমার ছেলে কতক্ষণ ধরে কিছু কিছু অ্যাপ ব্যবহার করে... আমি সবসময় বাইরে থাকি। আমি চাকরিজীবী, তাই যদি বারবার রাগ করি, তাহলে আমাদের দূরত্বই শুধু বাড়বে।"*[24] অর্থনৈতিক চাপ ও সময়ের অভাবে পরিবারগুলো ডিজিটাল তদারকির বিষয়টি সামাল দিতে হিমশিম খায়, ফলে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও পেশাগত চাহিদার মতো এক্সোসিস্টেম-লেভেলের মাধ্যমে মাইক্রোসিস্টেম মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়।

বক্স এইচ: বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধী নয় এমন শিশুদের মধ্যে তুলনা - অনলাইনে সন্তানদের নিরাপদ রাখার ব্যাপারে অভিভাবকদের আত্মবিশ্বাস

VOICE পর্যায় ১-এর জন্য, একটি জরিপের প্রশ্নে পরিচর্যাকারীদের অনলাইন সুরক্ষা সম্পর্কে তাদের আত্মবিশ্বাসকে ১ থেকে ১০ স্কেলে মূল্যায়ন করতে বলা হয়। যদিও খুব কম সংখ্যক মানুষ নিজেদেরকে খুব কম স্কোর দিয়েছে (৩% ১-৩ স্কোর দিয়েছে), অনেকে নিজেদেরকে আত্মবিশ্বাসী ব্যবহারকারী হিসেবে বিবেচনা করেছে: ২৭% নিজেদেরকে মাঝারি-উচ্চ স্কোর দিয়েছে (৬-৭) এবং ৫৮% অভিভাবক সর্বোচ্চ (৮-১০) স্কোর দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে, বেশিরভাগ অভিভাবক মনে করেন, তারা ডিজিটাল পরিবেশ কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম। তবে, বৃহত্তর VOICE ফেজ ১-এর তথ্য এবং প্রতিবন্ধকতা-কেন্দ্রিক গবেষণা উভয়টি থেকে দেখা যায়, মনে করা এবং বাস্তবতার মাঝে বেশ ব্যবধান রয়েছে।

উচ্চ স্তরের আত্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, অনেক পরিচর্যাকারী স্বীকার করেন যে তাদের সন্তানরা তাদের তুলনায় ডিজিটাল বিষয়ে অনেক বেশি দক্ষ, যার ফলে ঝুঁকি দেখা দিলে কীভাবে তত্ত্বাবধান করবেন বা হস্তক্ষেপ করতে হবে সে সম্পর্কে তারা অনিশ্চতায় ভোগেন। শিশুরা নিজেরাই প্রায়শ এই কথাটি স্বীকার করে। তারা জানায়, অভিভাবকদের দক্ষতার ঘাটতি থাকায় তারা সহায়তা করার পরিবর্তে ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। প্রতিবন্ধিতা সমীক্ষায়, **এই ব্যবধানটি আবারও নিশ্চিত করা হয়েছে: পরিচর্যাকারীরা স্পষ্ট স্বীকার করেছেন যে তারা প্রযুক্তি পরিচালনার জন্য তাদের সন্তানদের উপর নির্ভর করেছেন, ফলে যখন সমস্যা দেখা দেয়, তখন ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেন।** আত্মবিশ্বাস এবং ব্যবহারিক দক্ষতার মধ্যকার উদ্বিগ্নতা অনলাইন সুরক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা। পরিচর্যাকারীদের আত্মবিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ হলেও, কার্যকর সুরক্ষায় তা কোনো কাজে লাগে না। প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধী নয় উভয় শিশুর জন্যই, শিশুদের দুর্দান্ত ডিজিটাল দক্ষতা প্রচলিত সুরক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকাকে দুর্বল করে এবং শিশুদের অনলাইন যৌন শোষণের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

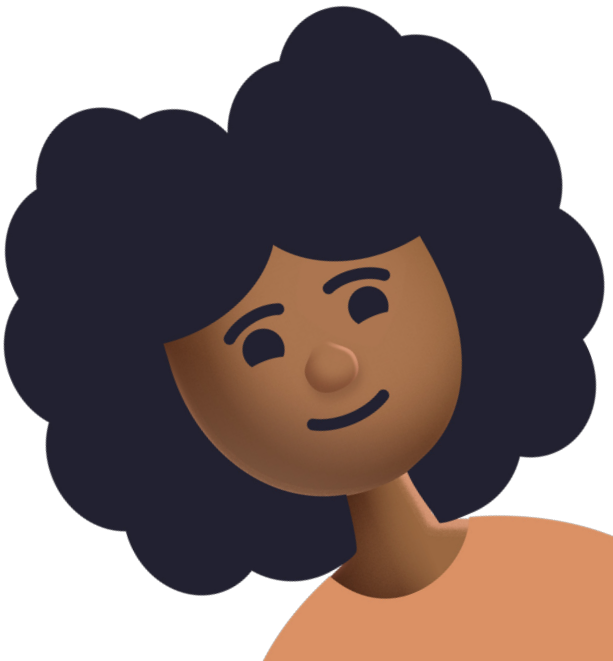

24. শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর পিতামাতা

অনলাইন ঝুঁকির ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা ও যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা

অন্যদের সঙ্গে প্রতিবন্ধী শিশুদের যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। ইন্টারনেট শিশুদের বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুযোগ করে দেয় এবং তারা বিচ্ছিন্ন বোধ করে না। একজন পরিচর্যাকারী উল্লেখ করেছেন: *"আমি তাকে এটা দিয়েছি যেন সে তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে পারে। সে তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে, ছবি দেখে, তারপর তাদের সঙ্গে আবার কথা বলে। এখন সে খেলাও খেলছে।"*[25] যারা মূলধারার শিক্ষার বাইরে রয়েছে বা যাদের চলাচলের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তারা অনলাইনে থেকে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে এবং প্রতিদিনের শেয়ারিং চালিয়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত, ইন্টারনেটকে স্বাধীনতা এবং অন্তর্ভুক্তির উৎস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ডিজিটাল অংশগ্রহণ কেবল শিক্ষা বা বিনোদনের জন্য নয়, বরং প্রতিদিনের সামাজিক জীবনের অংশ হওয়াও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এক অভিভাবক সরলভাবে বলেছেন: *"আজকাল সবাই মোবাইল ব্যবহার করে।"*[26] প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য অনলাইনে থাকা প্রতীকী গুরুত্ব বহন করে; এটি তাদেরকে সহপাঠীদের মতোই অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়, আগ্রহের কোনো কিছু খুঁজে পেতে সাহায্য করে, এবং বৃহত্তর সমাজের অংশ মনে করতে সহায়তা করে।

তবে, **সামাজিক বিচ্ছিন্নতাও শিশুদের ডিজিটাল জগত ব্যবহারের ধরণকে প্রভাবিত করেছে।** যারা মূলধারার স্কুলের বাইরে ছিল, তারা প্রায়শ অনলাইন ব্যবহার করত সম্পর্কের শূন্যস্থান পূরণের জন্য, যা তাদের অননুমোদিত যোগাযোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতো। এই ধরণটি Wright (2017) এর ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে দেখা গেছে যে একাকীত্ব এবং সামাজিক সহায়তার অভাব প্রলোভনের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে এবং Normand and Sallafranque-St-Louis (2016) দেখিয়েছেন যে অটিজমযুক্ত শিশু বা বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী শিশুরা অফলাইন যোগাযোগের অভাবে অনলাইনে যুক্ত থাকায় কখনো কখনো ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত, বিদ্যালয়গুলোতে **যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাসমূহ** এই চ্যালেঞ্জগুলোকে আরও জটিল করে তুলেছে। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে, শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিশুদেরকে (CwHI) প্রমিত বাংলা বা আন্তর্জাতিক সাংকেতিক ভাষার পরিবর্তে সহপাঠীদের মাধ্যমে তৈরি সংকেতিক ভাষার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এই অনানুষ্ঠানিক সংকেতগুলো সহপাঠীদের মধ্যে একতা ও সমন্বয় শক্তিশালী করলেও অন্যদের সঙ্গে শিশুদের যোগাযোগের সক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। এর ফলে তারা বড়দের কাছে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ কিংবা বাহ্যিক সেবা ব্যবহারের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে।

শিক্ষা এবং সেবার ব্যবধানসমূহ

বাড়ি, স্কুল এবং সেবাসমূহের মধ্যে দুর্বল যোগাযোগের কারণে পরিবারগুলোর কাছে স্পষ্ট বা সামঞ্জস্যপূর্ণ সুরক্ষার পথ ছিল না। অভিভাবকরা প্রায়শ ধরে নেন যে স্কুলগুলো ডিজিটাল সুরক্ষাজনিত শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবে। তবুও, বিশেষজ্ঞদের সাথে সাক্ষাৎকারে দেখা গেছে যে বাড়তি পাঠ্যক্রমের সাথে অনলাইন সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং সময় উভয়েরই অভাব রয়েছে। এই অসঙ্গতি অন্যান্য প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত ধরণগুলিকে প্রতিফলিত করে, যেখানে অভিভাবকদের প্রাতিষ্ঠানিক দায়-দায়িত্বের প্রত্যাশা প্রবিধানের সাথে মেলে না (Franklin & Smeaton, 2017; Kelly et al., 2023)। ফলাফল হলো একটি উল্লেখযোগ্য ব্লাইণ্ড স্পট: প্রতিবন্ধী শিশুদের অনলাইনে নিরাপদ রাখতে কেউই এসব শিশুর দায় নেয় না।

সেবার বিভাজন এই ব্যবধানকে আরও শক্তিশালী করেছিল। অভিভাবক এবং শিশুরা প্রায়ই এমন কোনো প্রতিবন্ধিতা বা শিশু সুরক্ষা সেবা চিহ্নিত করতে পারত না যা OSEC মোকাবেলা করেছে, এবং এনজিও ও সরকারি সংস্থাগুলো প্রায়ই **স্বতন্ত্রভাবে কাজ করত পারস্পরিক রেফারেল বা যৌথ প্রোটোকল ছাড়া।** পরিবারগুলো জানিয়েছে, সহায়তা বা প্রতিরোধের জন্য কোথায় যাবে তা তারা জানত না, বিশেষ করে যখন শিশুদের নির্দিষ্ট যোগাযোগের প্রয়োজন হয় যেমন সাংকেতিক ভাষা অনুবাদ বা সরলীকৃত ফরম্যাট। এটি Byrne et al. (2024)এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তারা বলছেন, প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিবেচনাসমূহ শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত না হওয়ায় মূলধারার প্রতিরোধ ও সাড়াদান কাঠামোর মধ্যে প্রতিবন্ধী শিশুরা হারিয়ে যায়।

সমন্বিত পন্থার অভাব বলতে, পরিবারে ডিজিটাল সাক্ষরতার ঘাটতি, সামাজিক অপবাদ এবং অর্থনৈতিক চাপ বিদ্যমান থাকা স্বত্ত্বেও প্রতিবন্ধী শিশুরা প্রায়শ পরিবারের উপর নির্ভরশীল থাকে। Caddle et al. (2023)ও একই ধরনের উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা দেখিয়েছেন, সামাজিক সেবা প্রদানকারীদের প্রায়ই প্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতা, দক্ষতা এবং রিসোর্সের ঘাটতি থাকায় তারা অনলাইনে শিশুদেরকে সুরক্ষা দিতে পারে না, যা প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে বাড়তি জটিলতার সৃষ্টি করে।

25. শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর পিতামাতা

26. শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর পিতামাতা

সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, অপবাদ এবং ন্যায়বিচার

পরিবার এবং শিশুরা যেভাবে অনলাইন সুরক্ষা খোঁজে তার বিপরীতে সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, আইন এবং জাতীয় ব্যবস্থা ম্যাক্রোসিস্টেমে একটি সেটআপ তৈরি করেছে। এই বিস্তৃত পরিস্থিতিগুলি প্রায়শ সুরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে এবং ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। এই গবেষণায়, **প্রতিবন্ধীদের অপবাদের** বিষয়টি একটি স্পষ্ট ক্রস-কাটিং বিষয় ছিল। উত্তরদাতাদের বদ্ধমূল ধারণা প্রতিবন্ধী শিশুরা অসহায়, অক্ষম, অথবা তাদের পেছনে অর্থব্যয় নিছক ব্যয় ছাড়া কিছুই নয়। একই ধারণা স্কুলেও দেখা গেছে, যেখানে শিক্ষকরা প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে মূলধারার ক্লাসে রাখার পরিবর্তে আলাদা রাখতে চাইছেন। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী মেয়েরা আরও বেশি সুবিধাবঞ্চিত হয়; তাদের ইন্টারনেট ব্যবহারে কঠোর বিধিনিষেধ থাকে আর কোনো ধরনের ক্ষতির মুখোমুখি হলে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। আমাদের নমুনায় তাদের স্বল্প উপস্থিতি, স্কুলের ধরাবাঁধা নিয়োগের কারণে প্রতিবন্ধী মেয়েদের কম ভর্তি হওয়া, এসব কিছুই শিক্ষা থেকে তাদেরকে পদ্ধতিগতভাবে বঞ্চিত করে রাখার ব্যাপারে প্রমাণ তুলে ধরে।

গবেষণায় সময় আমরা দেখেছি, **যৌনতাকে ব্যাপকভাবে একটি নিষিদ্ধ বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়,** ফলে অবহিত সম্মতি, ঝুঁকি এবং সাহায্য-পাওয়ার ক্ষেত্রে খোলাখুলি আলাপচারিতা নিষিদ্ধ। অন্যান্য গবেষণায়ও এটি দেখা গেছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রতিবন্ধী শিশুরা **যৌনতাহীন বা আজন্ম শিশুসুলভ** এমন ধ্যানধারণাকে আরো শক্তিশালী করা হয় (Murphy & Young, 2005)। ফলে, প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে প্রায়ই যৌন শিক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হয় কিংবা এমন কিছু তাদের কাছে প্রকাশ করা হয় যা তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। যৌন শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় হিসাবে দেখা হয়, যার ফলে অনেক শিশু প্রলোভন, অবহিত সম্মতি কিংবা ঝুঁকির বিপরীতে সাহায্য চাওয়ার জ্ঞান কিংবা শব্দভাণ্ডার পর্যন্ত থাকে না (Stoffers et al., 2022).

এসব নিষেধাজ্ঞার কারণে, **পরিবারগুলো সুনামহানির আশঙ্কা করে** যদি কোনো শিশু অনলাইনে শোষণের মুখোমুখি হয়, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী মেয়েরা। OSEC এর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি মেয়ে শিশুর সাথে আলাপচারিতার সময় শিশুটি জানায়: *"যেহেতু এই জিনিসগুলো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে, তাই আত্মীয়স্বজন বা পরিবার এ ব্যাপারে অবগত হলে মানহানীর ব্যাপার হতে পারে।"*[27] অন্য আরেকটি শিশু বলেছে: *"তাকে অনেক হয়রানির মুখোমুখি হতে হবে। লোকেরা প্ররোচনা দেবে, কেউ তাকে বুঝবে না এবং সবাই ভাববে সে খারাপ।"*[28] সংশ্লিষ্ট সবাই নিশ্চিত করেছেন যে, দোষারোপ এবং লোকমুখে সমালোচনার ভয় খারাপ বিষয়গুলো জানাতে এবং প্রকাশ করতে নিরুৎসাহিত করে। সংশ্লিষ্ট একজন জানান, *"যেহেতু তাকে প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সমাজ তাকে নিয়ে বিভিন্ন রকম আলোচনা করে। যদি সে তার মাকে নির্যাতনের কথা বলে, তাহলে তার চারপাশে আরও খারাপ গুজব ছড়িয়ে পড়তে পারে।"*[29] " বিশেষ করে বাংলাদেশে, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একই ধরণের ধ্যান-ধারণা লক্ষ্য করা গেছে, যেখানে সাংস্কৃতিক নিষেধাজ্ঞা প্রতিবন্ধীদের তথ্য অধিকার সীমিত করে রাখে (Amin et al., 2020)। পরিবারগুলো অভিযোগ জানাতে চাইলেও, বিচার ব্যবস্থা ধরা ছোঁয়ার বাইরে এবং অসহযোগিতাপূর্ণ বলে মনে করা হয়। প্রতিবন্ধী শিশুদের পরিবারগুলোকে প্রায়শ তাদের পক্ষে অভিযোগ দায়ের করতে হত এবং অপরাধীদের সনাক্ত করার ক্ষেত্রে সন্তানের সক্ষমতার ওপর অবিশ্বাস জন্ম নিত।

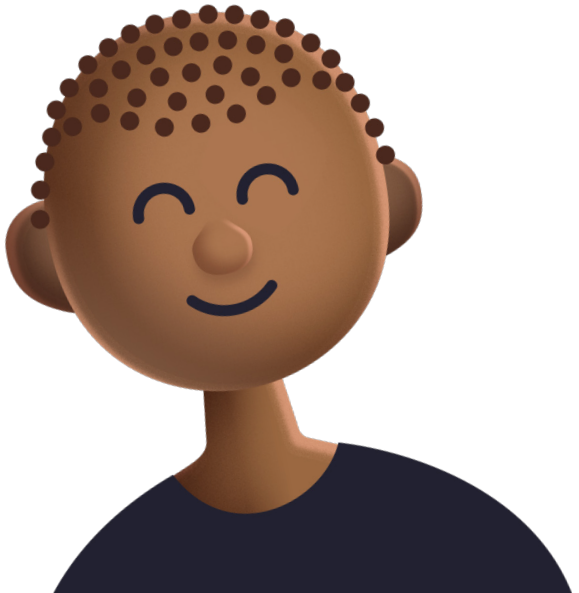

27. ১৭ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলে
28. ১৭ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলে
29. ১৭ বছর বয়সী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলে

উপসংহার

উপসংহার:
প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনের ঝুঁকি ও সুরক্ষার স্তরসমূহ

এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী শিশুরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে কীভাবে বাজে অভিজ্ঞতার শিকার হয় এবং অনলাইনে শিশুদের যৌন শোষণ (OSEC) সম্পর্কিত ঝুঁকি ও সুরক্ষা বিষয়ে বিরল অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরা হয়েছে। পরিচর্যাকারী এবং সংশ্লিষ্ট সবার মতামতের পাশাপাশি শিশুদের মতামতকে বিবেচনায় নিয়ে, এই গবেষণার ফলাফলগুলি ইন্টারনেটের অন্তর্ভূক্তিমূলক অঙ্গীকার এবং ঝুঁকি সৃষ্টিকারী কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা উভয়ই তুলে ধরেছে। ফলাফলগুলো নিশ্চিত করে যে, প্রতিবন্ধী শিশুরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে কোনো সমজাতীয় গোষ্ঠী নয়। বরং, **ঝুঁকি এবং সুযোগগুলি প্রতিবন্ধকতার ধরণ অনুসারে পরিবর্তিত হয়, জেণ্ডার ও অপবাদ আড়াআড়ি অবস্থানে থাকে এবং বৃহত্তর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থার মাধ্যমে রূপ দেয়া হয়।**

সামাজিক-পরিবেশগত মডেল ঝুঁকি এবং সুরক্ষার এই স্তরগুলিকে অর্থবহ করে তোলে। এটি একটির মধ্যে আরেকটি মিলিয়ে মোট চারটি সেটে শিশু বিকাশের ধারণা দেয়, একটি অন্যটির ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করে (চিত্র 1 দেখুন)। শিশুটি কেন্দ্রে (শিশুদের লেভেলে) রয়েছে, মাইক্রোসিস্টেমটি শিশুদের সাথে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। এর চারপাশে মেসোসিস্টেম রয়েছে, যা মাইক্রোসিস্টেমের অ্যাক্টরদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ধারণ করে, যেমন অভিভাবকরা শিক্ষকদের সাথে কথা বলে। বাইরের বৃত্তটি হল ম্যাক্রোসিস্টেম, যা এমন এক বৃহত্তর সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে শিশুটি বেড়ে উঠছে । শিশুদের জীবনে ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান মূখ্য ভূমিকা স্বীকার করে, Johnson and Puplampu (2008) মাইক্রোসিস্টেমের মধ্যে টেকনো-সাবসিস্টেম যুক্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন। এর মধ্যে ডিজিটাল ডিভাইস, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং ইন্টারনেটের সামাজিক-প্রযুক্তিগত আর্কিটেকচার ব্যবহার করে শিশুদের কথোপকথন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেহেতু সকল লেভেল শিশুকে প্রভাবিত করছে, একারণে সিদ্ধান্তগুলি প্রতিটি স্তরের সাথে যুক্ত এবং প্রতিটি লেভেলে সুপারিশ সহকারে; নীচের মডেলে একটি আইকন তুলে ধরা হয়েছে।

শিশুদের লেভেলে, প্রতিবন্ধিতাকে একটি জটিল ঝুঁকি হিসেবে দেখা হয়, যদিও ঝুঁকিগুলো অভিন্ন ছিল না। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (CwVI) এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী (CwHI) শিশুরা অনলাইনে বেশি সক্রিয় ছিল, যা তাদের সচেতনতা এবং ঝুঁকি উভয়ই বৃদ্ধি করেছিল। CwVI-এর ক্ষেত্রে, ডিজিটাল সরঞ্জামের উপর নির্ভরতা অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে পরিচিতি তৈরি করেছিল কিন্তু অ্যাক্সেসিবিলিটি ফিচারগুলো অনুপস্থিত থাকায় ঝুঁকিও তৈরি করেছিল। CwHI-এর ক্ষেত্রে, বৃহৎ পরিসরে অনলাইন ব্যবহার সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ বা ক্যাপশনিং-এর সীমিত অ্যাক্সেসের সাথে যুক্ত ছিল, যা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে তোলে। অটিজম (CwA) ও ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশু (CwDS) সীমিত পরিসরে, পরিবারের সহায়তায় ইন্টারনেট ব্যবহারে আগ্রহী, যেটিকে পরিচর্যাকারীরা সুরক্ষা হিসেবে দেখেন, যদিও লিটারেচার রিভিউ সতর্ক করছে যে, এই নির্ভরতা পরিচিত অপরাধীদের কাছে ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। ডিজিটাল সাক্ষরতাকে প্রতিবন্ধিতার ধরণ ও জেণ্ডারের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করা যেতে পারে বলে দেখানো হয়েছে, যেখানে শিশুদেরকে কিভাবে প্ররোচিত করা হয়, কিভাবে সম্মতি আদায় করা হয় এবং কিভাবে অনলাইনে নিরাপদে কাজ করা যায় তা বোঝার জন্য মানানসই দক্ষতা গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

টেকনো-সাবসিস্টেমে, শিশুরা অনলাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ, শিক্ষণ ও সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে যে সুবিধাগুলো পাচ্ছে তা তুলে ধরেছে। তবে, গবেষণায় স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে ডিজিটাল ডিজাইন শিশুদের জন্য যথাযথভাবে মানানসই হয়নি, ফলে তারা সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে অংশ নিতে পারছে না। যেমন: স্ক্রিন-রিডারের সাথে সামঞ্জস্যহীনতা, ক্লোজড ক্যাপশনের অভাব, বা অত্যধিক পাঠভিত্তিক ও বিভ্রান্তিকর সুরক্ষা সরঞ্জামের ওপর নির্ভরতা এসব ডিজাইনের সীমাবদ্ধতা শিশুদেরকে শোষণ সনাক্ত, এড়ানো অথবা রিপোর্ট করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। প্রযুক্তি নিয়ে কাজ প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই সহজে ব্যবহারের সুযোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, ছদ্মনাম ব্যবহার ও হয়রানির বিরুদ্ধে সুরক্ষা আরো জোরদার করতে হবে এবং এমন রিপোর্টিং টুল তৈরি করতে হবে যা প্রতিটি শিশু ব্যবহার করতে পারে।

মাইক্রো-সিস্টেমে, শিশুর আশপাশের কাছের মানুষগুলো সুরক্ষা প্রদান এবং ঝুঁকি সৃষ্টি উভয় ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। পারিবারিক বন্ধন ও খোলাখুলি কথাবার্তা শিশুর মানসিক স্থিতিশীলতা গড়ে তোলে, কিন্তু এগুলো আন্তঃ-প্রজন্মগত ডিজিটাল বিভাজন, অভিভাবকদের সীমিত ডিজিটাল দক্ষতা, তাদের কাজের চাপ (এক্সোসিস্টেম) এবং শিশু ও অভিভাবকের মধ্যে যোগাযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রভাবিত হয়। সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ফলে কিছু শিশু সামাজিকভাবে একাকী বোধ করলে ইন্টারনেট নির্ভর হয়ে পড়তে পারে, যা তাদেরকে OSEC-এর ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। সহজে ব্যবহারযোগ্য তথ্য এবং প্রশিক্ষণ অভিভাবকদের এই দক্ষতার অভাব পূরণে সাহায্য করতে পারে, নজরদারি ও বিশ্বাসের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করতে সহায়ক হতে পারে, এবং একাকিত্ব ঘোচাতে শিশুরা যাতে ঝুঁকিপূর্ণ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে জড়িয়ে না পড়ে সে ব্যাপারেও সাহায্য করতে পারে। তাই সরকারের বা সিভিল সোসাইটি সংস্থার মাধ্যমে তথ্য ও রিসোর্সসমূহ আরও সহজলভ্য করা উচিত। এছাড়াও, শিক্ষকদেরও ধরে নেওয়া উচিত নয় যে শিশুরা সুরক্ষিত থাকার দক্ষতা অন্য কোথাও শিখছে। ডিজিটাল সাক্ষরতা, অনলাইন সুরক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক যোগাযোগ (স্ট্যান্ডার্ডাইজড সাইন ল্যাঙ্গুয়েজসহ) শ্রেণিকক্ষের দৈনন্দিন অংশ হওয়া উচিত। স্কুলগুলোকে অবশ্যই সেই অপবাদের মোকাবেলা করতে হবে যা প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে আলাদা করে ফেলে এবং তাদের সমান সুরক্ষা ও সুযোগ গ্রহণের অধিকার হরণ করে।

বাংলাদেশে **মেসো-সিস্টেমে** পরিবার, স্কুল এবং সেবাসমূহের মধ্যে সমন্বয় ঘাটতি ছিলো। অভিভাবকগণ আশা করতেন স্কুলগুলো ব্যবস্থা নেবে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতায় ঘাটতি ছিল অথবা তারা প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য মানানসই পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এর ফলে শিশুদের অনলাইন সুরক্ষাজনিত শিক্ষা অসম্পূর্ণ কিংবা অধরা থেকে গেছে এবং রেফারাল পথগুলো সীমিত হয়ে গেছে। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কর্মসূচি, ডিজিটাল সাক্ষরতা উদ্যোগ এবং শিশু সুরক্ষা নিয়ে কাজ করা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে আলাদা আলাদা নয়, যৌথভাবে কাজ করতে হবে। এছাড়া এনজিওগুলোকে শিশুদের কণ্ঠস্বর উদ্দীপ্ত করা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক অপবাদকে চ্যালেঞ্জ করা এবং নীতি ও কমিউনিটি লেভেলে পরিবর্তনের জন্য চাপ তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সবশেষে, বৃহত্তর সাংস্কৃতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থার মাধ্যমে আকৃতি নেওয়া **ম্যাক্রো-সিস্টেমটি** এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছে যা অপবাদকে প্রচার করেছে এবং যৌনতা ও প্রতিবন্ধিতার মতো বিষয়ে নীরব থাকাকে স্বাভাবিক করে তুলেছে। এটি অন্যান্য সিস্টেমেও প্রভাব ফেলে, যেমন **এক্সোসিস্টেম,** যেখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আইনি এবং সার্ভিস রেসপন্স আলাদা আলাদা করে রাখা হয়েছে। এভাবে, বৃহত্তর পরিবেশ শিশুদের অনলাইন যৌন শোষণের ঝুঁকিকে কেবল কাঠামোগতই করেনি বরং তাদের জন্য সুরক্ষাজনিত সাড়াদানের ক্ষেত্রকেও সীমাবদ্ধ করেছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য, শিশুদের অনলাইন সুরক্ষা সম্পর্কিত আইন এবং নীতিসমূহে প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা উচিত। শিশুরা যাতে আরো বেশি নিজেদেরকে মেলে ধরতে পারে সেজন্য কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ ভেঙে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং সহজে আইনি সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রগুলোতে বিনিয়োগ করা জরুরি।

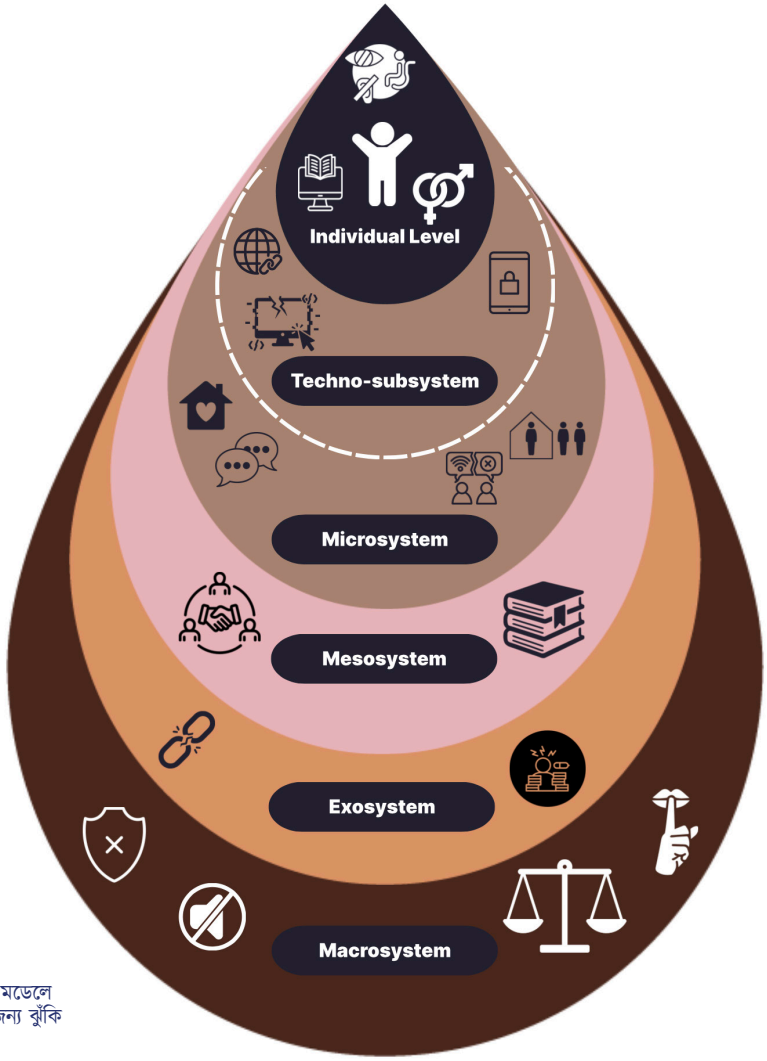

চিত্র ১. সামাজিক-পরিবেশগত মডেলে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ঝুঁকি ও সুরক্ষামূলক ফ্যাক্টরসমূহ

এই গবেষণাটি ছিলো প্রতিবন্ধী শিশুদের অনলাইন সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে মতামত তুলে ধরার প্রথম কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এমন আরো বেশি গবেষণা জরুরি হয়ে পড়েছে, যে গবেষণাটি নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করবে এবং শিশুরা সেখানে সহ-গবেষক হিসেবে সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের অনলাইন যৌন শোষণ বন্ধে **সামাজিক-পরিবেশগত মডেলের প্রতিটি স্তরে পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন** (Bronfenbrenner, 1974)। কোনো একক উদ্যোগের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাছাড়া, শিশুদেরকেও সমস্যা সমাধানের অংশ হিসেবে মূল্যায়ন করা উচিত। তারা কেবল নিষ্ক্রিয় ভুক্তভোগী নয়, বরং সক্রিয় ইন্টারনেট ব্যবহারকারী। তাদের চিন্তাভাবনা, অভিজ্ঞতা ও সমবয়সীদের নেটওয়ার্ক কার্যকর কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সুরক্ষা বিষয়ক প্রচারণা, সচেতনতা বৃদ্ধির উপকরণ তৈরি এবং ডিজিটাল টুলসের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের রাখা উচিত। কথা স্পষ্ট: **অন্তর্ভুক্তিই সুরক্ষা।** এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন সিস্টেম, স্কুল, পরিবার এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার ও মতামতকে স্বীকৃতি দেবে, তখন ইন্টারনেট এমন এক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে যেখানে তারা ভয় ছাড়াই যুক্ত হতে পারবে, শিখতে পারবে এবং নিজেকে মেলে ধরতে পারবে।

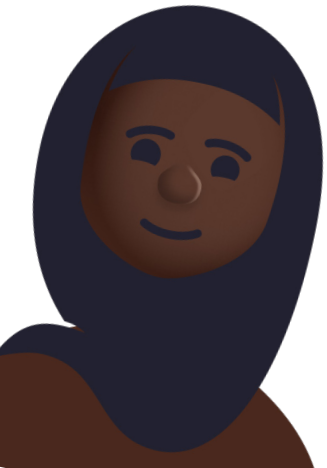

রেফারেন্স লিস্ট

Álvarez-Guerrero, G., Fry, D., Lu, M., & Gaitis, K. K. (2024). Online child sexual exploitation and abuse of children and adolescents with disabilities: A systematic review. Disabilities, 4(2), 264–276. https://doi.org/10.3390/disabilities4020019

Amin, A., Das, A. S., Kaiser, A., Azmi, R., Rashid, S. F., & Hasan, M. T. (2020). Documenting the challenges of conducting research on sexual and reproductive health and rights (SRHR) of persons with disabilities in a low-and-middle income country setting: lessons from Bangladesh. BMJ Global Health, 5(12). https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002904

Aktu, Y. (2024). Self-Esteem, Family Support and Online Grooming Risk Among Adolescents: The Role of Problematic Internet Usage. Child Abuse Review, 33(6). https://doi.org/10.1002/car.70007

Barak, A., & Sadovsky, Y (2008). Internet use and personal empowerment of hearing-impaired adolescents. Computers in Human Behavior, 24(5), 1802-1815. https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.02.007

BBS. (2022). Report on National Survey on Persons with Disabilities (NSPD) 2021. Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bronfenbrenner, U. (1974). Developmental research, public policy, and the ecology of childhood. Child Development, 45(1), 1–5. https://doi.org/10.2307/1127743

Byrne, J., Doolan Maher, R., & Flynn, S. (2024). Child protection and welfare risks and opportunities related to disability and internet use: Broadening current conceptualisations through critical literature review. Children and Youth Services Review, 157. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107410

Buijs, P. C., Boot, E., Shugar, A., Fung, W. L. A., & Bassett, A. S. (2017). Internet safety issues for adolescents and adults with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 30(2), 416-418. https://doi.org/10.1111/jar.12250

Caddle, X. V., Naher, N., Miller, Z. P., Badillo-Urquiola, K., & Wisniewski, P. J. (2023). Duty to respond: The challenges social service providers face when charged with keeping youth safe online. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 7, 1-35. https://doi.org/10.1145/3567556

Chadwick, D. D., Wesson, C., & Fullwood, C. (2017). Internet access by people with intellectual disabilities: Inequalities and opportunities. Future Internet, 9(4), 88. https://doi.org/10.3390/fi5030376

Chadwick, D. D. (2019). Online risk for people with intellectual disabilities. Tizard Learning Disability Review, 24(4), 180-187. https://doi.org/10.1108/TLDR-03-2019-0008

Culina, A. S. (2024). Online child sexual exploitation of children - a qualitative study of in-family offences. Jurnalul Practicilor Comunitare Pozitive, 24(4), 109-131. https://doi.org/10.35782/JCPP.2024.4.06

Doolan Maher, R., Flynn, S., & Byrne, J. (2024). Shifting mindsets; a critical commentary on child protection and welfare, disability, and online risk through critical literature review. Child Care in Practice, 30(1), 38-53. https://doi.org/10.1080/13575279.2024.2309097

ECPAT International. (2016). Terminology guidelines for the protection of children from sexual exploitation and sexual abuse. ECPAT International.

ECPAT International, Eurochild, & Terre des Hommes Netherlands. (2024). Speaking up for change: Children's and caregivers' voices for safer online experiences.

Feng, J., Lazar, J., Kumin, L., & Ozok, A. (2010). Computer usage by children with down syndrome: Challenges and future research. ACM Transactions on Accessible Computing (TACCESS), 2(3), 1-44. https://doi.org/10.1145/1714458.1714460

Ferdous, S., Chowdhury, M. S., & Hossain, R. (2015). Exploring the vulnerability of sexual abuse among the children with disabilities in Bangladesh. Institutionalised Children Explorations and Beyond, 2(1), 15–26. https://doi.org/10.1177/2349300314566964

Franklin, A., & Smeaton, E. (2017). Recognising and responding to young people with learning disabilities who experience, or are at risk of, child sexual exploitation in the UK. Children and Youth Services Review, 73, 474-481. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.11.009

Franklin, A., Toft, A., & Goff, S. (2019). Parents' and carers' views on how we can work together to prevent the sexual abuse of disabled children. NSPCC, London.

Hammond, M. (2013). Digital engagement and the 'digital divide': The socio-educational implications of digital exclusion. Learning, Media and Technology, 38(4), 355–363. https://doi.org/10.1080/17439884.2013.783595

Hommes, R. E., Borash, A. I., Hartwig, K., & DeGracia, D. (2018). American sign language interpreters perceptions of barriers to healthcare communication in deaf and hard of hearing patients. Journal of community health, 43(5), 956-961. https://doi.org/10.1007/s10900-018-0511-3

Humanity & Inclusion (2021). Access to Sexual and Reproductive Health and Rights Information and Services Perspectives of women and girls with disabilities in Uganda and Bangladesh. Humanity & Inclusion.

Hussain, M. M., & Raihan, M. M. H. (2022). Disadvantage, discrimination, and despair: Parental experiences of caring for children with disability in Bangladesh. Asian Social Work and Policy Review, 16(1), 80–91. https://doi.org/10.1111/aswp.12249

Jenaro, C., Flores, N., Cruz, M., Pérez, M. C., Vega, V., & Torres, V. A. (2018). Internet and cell phone usage patterns among young adults with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(2), 259-272. https://doi.org/10.1111/jar.12388

Johnson, G. M., & Puplampu, K. P. (2008). Internet use during childhood and the ecological techno-subsystem. Canadian Journal of Learning and Technology, 34(1). https://doi.org/10.21432/t2cp4t

Kelly, B., Farrelly, N., Batool, F., Kurdi, Z., & Stanley, N. (2023). Speak out, stay safe: Including children with special educational needs and disabilities in an evaluation of an abuse prevention programme. Child abuse review, 32(5). https://doi.org/10.1002/car.2816

Lord, C., Elsabbagh, M., Baird, G., & Veenstra-Vanderweele, J. (2018). Autism spectrum disorder. Lancet, 392(10146), 508-520. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31129-2

Macmillan, K., Berg, T., Just, M., & Stewart, M. (2020). Are autistic children more vulnerable online? Relating autism to online safety, child wellbeing and parental risk management. Proceedings of the 11th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Shaping Experiences, Shaping Society, 14, 1-11. https://doi.org/10.1145/3419249.3420160

Macmillan, K., Berg, T., Just, M., & Stewart, M. E. (2022). Online safety experiences of autistic young people: An Interpretative Phenomenological Analysis. Research in autism spectrum disorders, 96, 101995. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2022.101995

Michalczyk, A. (2021). Hearing and hearing-impaired adolescents and the use of the internet: A report from research conducted in Poland. Multidisciplinary Journal of School Education, 10(2(20)), 35-56. https://doi.org/10.35765/mjse.2021.1020.02

Modell, S. J., & Mak, S. (2008). A preliminary assessment of police officers' knowledge and perceptions of persons with disabilities. Intellectual and Developmental Disabilities, 46(3), 183–189. https://doi.org/10.1352/1934-9556(2008)46[183:APAOPO]2.0.CO;2

Murphy, N., & Young, P. C. (2005). Sexuality in children and adolescents with disabilities. Developmental Medicine & Child Neurology, 47, 640-644. https://doi.org/10.1017/S0012162205001258

Murphy, N. A., Elias, E. R., & Council on Children with Disabilities. (2006). Sexuality of children and adolescents with developmental disabilities. Pediatrics, 118(1), 398–403. https://doi.org/10.1542/peds.2006-1115

New York Post. (2025). Hyper-sexualized AI "Down syndrome" content is going viral in latest sick trend. New York Post.

Normand, C. L., & Sallafranque-St-Louis, F. C.(2016). Cybervictimization of young people with an intellectual or developmental disability: Risks specific to sexual solicitation. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 29(2), 99-110. https://doi.org/10.1111/jar.12163

Seale, J. (2014). The role of supporters in facilitating the use of technologies by adolescents and adults with learning disabilities: a place for positive risk-taking?. European Journal of Special Needs Education, 29(2), 220–236. https://doi-org.vu-nl.idm.oclc.org/10.1080/08856257.2014.906980

Seale, J., & Chadwick, D. (2017). How does risk mediate the ability of adolescents and adults with intellectual and developmental disabilities to live a normal life by using the Internet?. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 11(1). https://doi.org/10.5817/CP2017-1-2

Stoffers, M., Barnes, T. N., Xia, Y., & Jackson, J., (2022). A Scoping Review of School-Based Sexuality Education for Children with Disabilities. The Journal of Special Education, 57(2), 94-105. https://doi-org.eur.idm.oclc.org/10.1177/00224669221134532

Terre des Hommes Netherlands. (2023). Listen Up! Strategy summary 2023–2030. Terre des Hommes Netherlands.

Toofaninejad, E., Zavaraki, E. Z., Dawson, S., Poquest, O., & Daramadi, S. (2017). Social media use for deaf and hard of hearing students in educational settings: A systematic review of literature. Deafness & Education International, 19(3–4), 144–161. https://doi.org/10.1080/14643154.2017.1373293

Tyndall, J. (2010). The AACODS checklist. Flinders University.

Tudella, E., Weber, M. D., Da Silva, C. F. R., & Moriyama, C. H. (2022). Down Syndrome From a Neurodevelopmental Perspective. In Oxford Research Encyclopedia of Psychology.

Tuz, D., Altın, B., & Batuk, M. O. (2025). Do adolescents with hearing loss use social media and the internet differently from their hearing peers?. The Journal of Laryngology & Otology, 139(3), 217-223. https://10.1017/S002221512400149X

Vatn, B. (Director). (2023). The life of Ibelin [Film]. Medieoperatørene AS; UpNorth Film.

Wankhede, N., Kale, M., Shukla, M., Nathiya, D., Kaur, P., Goyanka, B., ... & Koppula, S. (2024). Leveraging AI for the diagnosis and treatment of autism spectrum disorder: Current trends and future prospects. Asian Journal of Psychiatry, 101, 104241.

Wells, M., & Mitchell, K. J. (2013). Patterns of internet use and risk of online victimisation for youth with and without disabilities. Journal of Special Education, 48(3), 204–213. https://doi.org/10.1177/0022466913479141

We Protect (2021). The sexual exploitation and abuse of deaf and disabled children online. We Protect.

World Health Organization (WHO). (2022). Global report on health equity for persons with disabilities. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/364834/9789240063600-eng.pdf

World Health Organization (WHO). (2023). Blindness and vision impairment. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment

World Health Organization (WHO). (2025). Deafness and hearing loss [Fact sheet]. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

Wright, M. F. (2017). Cyber Victimization and Depression Among Adolescents With Intellectual Disabilities and Developmental Disorders: The Moderation of Perceived Social Support. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 10(2), 126–143. https://doi.org/10.1080/19315864.2016.1271486

Wrzesinska, M., Tabla, K., & Stecz, P. (2016). The online behavior of pupils with visual impairment: A preliminary report. Disability and Health Journal, 9(4), 724–729. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2016.05.006

United Nations. (2006). Convention on the rights of persons with disabilities. https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

ভয়েস আইডেন্টিটি প্রকল্প 2026

রিপোর্ট 1: বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশু এবং শিশুদের অনলাইন যৌন শোষণ

Terre des Hommes Netherlands

Down to Zero
Fighting sexual exploitation of children

IFS
INEKE FEITZ-STICHTING